CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 November 2021 ■ আগরতলা ১৪ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ২৭ কার্ত্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

**উত্তর পূর্বাঞ্চলে জঙ্গি তৎপরতা বাড়ছে, ব্যতিক্রম ত্রিপুরা**

# মণিপুরে জঙ্গির গুলিতে ঝাঁঝরা পাঁচ জওয়ান, কর্ণেলের স্ত্রী-পুত্রও রেহাই পায়নি

**ইমফল, ১৩ নভেম্বর (হি.স.)।।** মণিপুরে অতর্কিত জঙ্গি হামলায় আধা-সেনাবাহিনী ৪৬ নম্বর আসাম রাইফেলসের কমান্ডিং অফিসার ও তাঁর স্ত্রী-পুত্র সহ সাত জওয়ান শহিদ হয়েছেন। ঘটনা আজ শনিবার সকাল প্রায় দশটা নাগাদ চূড়াচাঁদপুর জেলার সিংঘাট মহকুমার এস সেখেন গ্রামে ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী ৪৩ নম্বর পিলারের কাছে সংঘটিত হয়েছে। আসাম রাইফেলসের কনভয়ের ওপর 'কাপুরুষোচিত' হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়া শোকের পাশাপাশি নিন্দা জানিয়েন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংহ। এদিকে সংগঠিত হামলার দায় এখনও কোনও জঙ্গি সংগঠন নেয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, এর পিছনে মণিপুরের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) বা এনএসসিএন-এর কোনও বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর হাত থাকতে পারে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ সকালে কমান্ডিং অফিসার কর্নেল বিপ্লব ত্রিপাঠী মায়ানমার সীমান্তে তাঁর কর্তব্যস্থল কোয়পোস্ট থেকে কয়েকটি গাড়ির কনভয় নিয়ে ফেরার পথে এস সেখেন গ্রামের ঘন জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় আচমকা হামলা চালায় অজ্ঞাত জঙ্গি দল। এতে ঘটনাস্থলে শহিদ হন কমান্ডিং অফিসার কর্নেল বিপ্লব ত্রিপাঠী (৪০), তাঁর পত্নী অনুজা (৩৮) ও পুত্র আবির (৫) এবং কুইক রিঅ্যাকশন টিমের চার জওয়ান। এছাড়া আরও কয়েকজন জওয়ান আহতও হয়েছেন। হতাহতদের মরদেহ আগামীকাল সকালে বিশেষ বিমানে করে স্ব-স্বগৃহের উদ্দেশ্যে পাঠানো হবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে।

ঘটনার পর হতাহতদের নিকটবর্তী বেহিয়াং প্রাইমারি হেল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে হামলার খবর পেয়ে কয়েকটি স্নিপার ডগ নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং আসাম রাইফেলসের পদস্থ আধিকারিক ও জওয়ানরা এলাকা ঘিরে হামলাবাজদের পাকড়াও করতে ব্যাপক অভিযান চালিয়েছেন। ঘটনাস্থলের কাছে সন্দেহজনক স্থানীয় দুই বাসিন্দাকে আটক করা হয়েছে। তাদের লালিয়ানমাং (৩৫) এবং থাংজামাং (৪৫) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তবে বেশ কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরের বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা 'বয়ার'-এর সম্পাদক সুভাষ ত্রিপাঠীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন কমান্ডিং অফিসার কর্নেল বিপ্লব ত্রিপাঠী। এছাড়া শহিদ বিপ্লব ত্রিপাঠীর দাদু ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা রায়গড়ের প্রথম সাংসদ কিশোরীলাল ত্রিপাঠী। তাঁর ছোট ভাই অনিল ত্রিপাঠীও ভারতীয় সেনার লেফট্যানান্ট কর্নেল। তিনিও মণিপুরেই কর্মরত।

এদিকে আসাম রাইফেলসের কনভয়ে হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। টুইটার হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, 'আমি সেই সব সৈনিক ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জনি জানাই যাঁরা আজ শহিদ হয়েছেন। তাঁদের আত্মত্যাগ কখনও ভোলার নয়। এই দুঃসময়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে আমার ভাবনা বিরাজমান থাকবে।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আজকের জঙ্গি হামলার ঘটনাকে কাপুরুষোচিত বলে নিন্দা করে টুইট করেছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং লিখেছেন, 'মণিপুরের চূড়াচাঁদপুরে আসাম রাইফেলসের কনভয়ের ওপর কাপুরুষোচিত হামলার ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং নিন্দনীয়। দেশ এক কমান্ডিং অফিসার ও তাঁর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ত্রিপুরার ঘটনা নিয়ে মহারাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।।** ত্রিপুরার নাম নিয়ে মহারাষ্ট্রের ২/৩ শহরে পাথরবাজির ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। তাঁর দাবি, গুজব ছড়িয়ে ত্রিপুরাকে বদনাম করা হচ্ছে। ত্রিপুরার শান্তি-সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা চলছে। কারণ, একটা অংশ পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করছে। তাঁর আবেদন, ত্রিপুরায় সর্বধর্ম সমন্বয়ের ইতিহাস রয়েছে, তা রক্ষায় গুজবে কান দেবেন না।

আজ শনিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা বলেন, গতকাল মহারাষ্ট্রের ২/৩টি শহরে ত্রিপুরার নাম নিয়ে পাথরবাজি হয়েছে। অথচ, ত্রিপুরায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় মিলেমিশে রয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, কিছু মানুষ বাইরে থেকে এসে ত্রিপুরার পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করছেন। ত্রিপুরার কোনও মসজিদে অগ্নিকাণ্ডের কোনও ঘটনাই ঘটেনি। অথচ, অন্য দেশের ছবি সংগ্রহ করে ত্রিপুরার বদনাম করা হচ্ছে।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরার সংস্কৃতির গরিমা কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। ত্রিপুরা সরকার ওই উদ্দেশ্যের কঠোর ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছে। তাঁর কটাক্ষ, একটা অংশ পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকতে চাইছে। তাঁরাই ত্রিপুরার শান্তি-সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টায় রয়েছে। তাঁর সাফ কথা, সমালোচনা বরাবরই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু সেই সমালোচনা হোক ইতিবাচক। তার বদলে ত্রিপুরায় এখন ষড়যন্ত্র হচ্ছে, এমনটাই দেখা যাচ্ছে।

উপমুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ত্রিপুরার বিরুদ্ধে কোনও ধরনের ষড়যন্ত্র সরকার বরদাস্ত করবে না। ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় সর্বধর্ম সমন্বয় রক্ষা করা সরকারের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য। কারণ, আমরা ঈদে শুভেচ্ছা জানাই এবং বড়দিনে কেক কিনে খাই।

## নিখোঁজ যুবককে উদ্ধারের দাবীতে থানায় ডেপুটেশন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।।** নিখোঁজ দিব্যাঙ্গ যুবক সমীর ঋষি দাসকে অবিলম্বে উদ্ধারের দাবি জানিয়ে বিশালগড় থানায় ডেপুটেশন প্রদান করেছে ত্রিপুরা দিব্যাঙ্গ উন্নয়ন সমিতি। তারা এ বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন বলে জানিয়েছেন।

নিখোঁজ যুবকের উদ্ধারের আবেদন জানিয়ে ত্রিপুরা দিব্বাঙ্গ উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে শনিবার বিশালগড় থানার পুলিশের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ,গত ৪ই অক্টোবর সমীর ঋষি দাস নামে দিব্যাঙ্গ যুবক আগরতলা যাবে বলে বাড়ি থেকে বের হয়। পরবর্তী সময় ৫ ই অক্টোবর দিব্যাঙ্গ যুবক সমীর ঋষি দাস বাড়িতে ফোন করে বলে যে, সে আমবাসায় আছে। কিন্তু গত ৬ ই অক্টোবর থেকে তার ফোন বন্ধ এবং তার বাড়ির লোকেরা দিব্যাঙ্গ যুবক সমীর ঋষি দাসের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না।

গত ২৬ শে অক্টোবর নিখোঁজ যুবক সমীর ঋষি দাসের পরিবারের পক্ষ থেকে বিশালগড় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। কিন্তু প্রায় ১ মাস ৯ দিন অতিক্রান্ত হতে চললেও নিখোঁজ দিব্যাঙ্গ যুবককে উদ্ধার করতে পারেনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ায় গৃহবধূকে বর্বরোচিত নির্যাতন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।।** স্ত্রী ও সন্তানের সামাজিক স্বীকৃতি ফিরে পাওয়ার দাবিতে মানুষের এবং আইনের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এক মা। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের রাজবাড়ী দুর্গাপুর এলাকায়। কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ায় নির্মম পরিণতি। অসহায় এক মহিলা দোয়ারে দোয়ারে ঘুরছে নায্য বিচারের জন্য। কন্যা সন্তানের সুরক্ষার জন্যে সরকারের পক্ষ থেকে যতই প্রকল্প চালু করা হোক না কেন, বাস্তবে সমাজের কিছু নিকৃষ্ট মানুষের জন্য কন্যা সন্তান আজও অবহেলিত। কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ায় খেসারত দিতে হচ্ছে মা'কেও।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রেহানা বেগমের সাথে ২০১৮ সালে ধর্মীয় রীতি নিতি মেনে বিবাহ হয় ধর্মনগর রাজবাড়ি,দুর্গাপুর এলাকার রোশন মিয়ার। বিয়েতে পন বাবদ তিন লক্ষ টাকা , সর্ণালঙ্কার এবং আসবাবপত্র দেওয়া হয় রোসন মিয়াকে। বিয়ের কয়েকমাস যেতে না যেতেই শুরু হয়ে যায় রেহানার উপর নির্যাতন। এমনকি ,রেহানা যখন গর্ভবতী তখন বাচ্চাটি নষ্ট করে দেওয়ার জন্যেও চাপ সৃষ্টি করে শশুর, শাশুরি , ননদ বলে অভিযোগ রেহানার।

কিন্তু সব কিছু সহ্য করে যায় রেহেনা। সন্তানের জন্মের পর পরিস্থিতি আরও অসহনীয় হয়ে উঠে। শ্বশুর , শাশুড়ি ,স্বামী সকলেই প্রশ্ন তুলে কেন কন্যা সন্তান জন্ম দিল রেহানা?শুরু হয় রেহানার উপর শারিরিক ও মানসিক নির্যাতন। এক প্রকার খাওয়া দাওয়াও বন্ধ করে দেওয়া হয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ধর্মনগরে রেলে কাটা পড়ে আরও এক যুবকের মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।।** রাজ্যে একের পর এক রেলে কাটা পড়ে মৃত্যুর ঘটনা বেড়েই চলেছে। গতকাল আগরতলার মলয় নগরে রেলে কাটা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ধর্মনগরে আরো এক যুবকএর রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে।

আবারও ধর্মনগর ঢুপিরবন এলাকায় রেলে কাটা পরে মৃত্যু।শনিবার দুপুর নাগাদ শিলচর- আগরতলাগামী যাত্রীবাহী এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে কাঁটা পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। যুবকের নাম রাজু দেবনাথ।বাড়ি ধর্মনগর থানাধীন পদ্মপুর এলাকায়। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে কৃষ্ণপুর ডুপিরবন্ধ এলাকার ৪ নং ওয়ার্ড এলাকায়। স্থানীয় লোকজনরা রেলওয়ে পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেল পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহটি উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

এটি আত্মহত্যা নাকি ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে অবশ্য এখনো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আসাম রাইফেলসের কনভয়ে জঙ্গি হামলা, নিন্দা মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।।** মণিপুরে আধা-সেনা ৪৬ আসাম রাইফেলসের কনভয়ের ওপর জঙ্গি হামলার কড়া ভাষায় নিন্দা করেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তিনি এক টুইট বার্তায় বলেন, আমি মণিপুরের চুরাচাঁদপুরে আসাম রাইফেলসের কনভয়ের ওপর কাপুরুষোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। সাথে তিনি অপরাধীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনা হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন।

প্রসঙ্গত, মণিপুরে অতর্কিত জঙ্গি হামলায় আধা-সেনা ৪৬ আসাম রাইফেলসের কমান্ডিং অফিসার ও তাঁর পরিবার সহ সাত জওয়ান শহিদ হয়েছেন। ঘটনা আজ শনিবার সকাল প্রায় দশটা নাগাদ চূড়াচাঁদপুর জেলার সিগনঘাট মহকুমার এস সেখেন গ্রামে ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী ৪৩ নম্বর পিলারের কাছে সংঘটিত হয়েছে। শহিদ কমান্ডিং অফিসারকে কর্নেল বিপ্লব ত্রিপাঠী বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

## নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার, কল্যাণপুরে চাঞ্চল্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৩ নভেম্বর।।** দিনমজুর এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে কল্যাণপুরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এটা হত্যা না আত্মহত্যা নাকি জলে পড়ে মৃত্যু তা নিয়ে দ্বন্দ্বে পুলিশ। যদিও সব রহস্য উন্মোচন হবে মৃতদেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর।

শনিবার সাতসকালে কল্যাণপুর থানাধীন গৌরাঙ্গটিলার কাশীরামপাড়ার একটি জলাশয়ে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত ব্যক্তির নাম বিষ্ণু সাঁওতাল (৫০)। তার বাড়ি গৌরাঙ্গটিলারই মাইচেংবাড়ি এলাকায়। তার বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরে জলাশয়ে মৃতদেহ উদ্ধার হয়।গত বুধবার থেকে ঐ ব্যক্তি বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিলো। পরিবারের পক্ষে কল্যাণপুর থানায় ও নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়নি বলে জানা যায়।

আজ সকালে পথচারীরা জলে ভাসমান অবস্থায় মৃতদেহ দেখতে পায় এবং পরে কল্যাণপুর থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। দিনমজুরি করে লাকড়ি বিক্রি করেই তার সংসার চলতো। কেন হঠাৎ মৃত্যু তা নিয়ে জনমনে ব্যাপক গুঞ্জন। ঘটনাস্থলে ভিড় জমান এলাকার মানুষজন। এটা হত্যা না আত্মহত্যা নাকি নিছকই দুর্ঘটনা তা নিয়ে ধন্দে রয়েছে পুলিশ ও। ঘটনার খবর পেয়ে টি এস আর নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান সাব ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ চৌধুরী এবং প্রিয়রঞ্জন সাহা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে। নিথর দেহ ময়না তদন্ত করার জন্য কল্যাণপুর হাসপাতালে আনা হয়। পরিবার-পরিজনরা কান্নায় ভেঙে পড়েন ঘটনাস্থলে।

## শরীরে আগুন দিয়ে যুবকের আত্মহত্যার চেষ্টা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ নভেম্বর।।** নিজের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা ২৫ বছর বয়সী এক যুবকের। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন হওয়ার বাড়ি এলাকায় শনিবার সন্ধ্যায়। আহত যুবকের নাম সজল দেববর্মা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় হাওয়াই বাড়ি এলাকার এলাকার যুবক সজল দেববর্মা শনিবার সকাল থেকেই আকণ্ঠ মদ্যপান এ মত্ত ছিল সারাদিন। সারাদিন মদ্যপানের পর বিকালে বাড়িতে ফিরে বাড়িতে মার সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। ঝগড়াঝাঁটি করার পর বাড়ির সদস্যদের অলক্ষ্যে নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনা পরিবার সদস্যদের নজরে আসলে তার গায়ের আগুন নেভানোর পর সন্ধ্যা পাঁচটা নাগাদ তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। হাসপাতালের কর্তব্যরত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রদ্দিমার্কা সামগ্রী ব্যবহার করায় রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিলেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।।** কমলপুরের রাম দুর্লভপুর চা বাগান পর্যন্ত দুই কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণে অতি নিম্নমানের কাজ করার দরুন কাজ বন্ধ করে দিল ফুলছড়ি, ময়াছড়ি গ্রামের ক্ষুব্দ জনসাধারন। ধলাই জেলার কমলপুরের ফুলছড়ি, মায়াছড়ি ভায়া রাম দুর্লভপুর চা পর্যন্ত দুই কিলোমিটার রাস্তা মেরামতের করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে গ্রামবাসীরা দাবি করে আসছিল।

রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর গ্রামবাসীদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কমলপুর পূর্ত দপ্তর থেকে দুই কিলোমিটার রাস্তা মেরামতের জন্য ৪০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৬ টাকা টেন্ডার ডাকা হয়। জনৈক ঠিকেদার ৩.৩ শতাংশ লেসে অর্থাৎ ৩৯ লক্ষ ৩০ হাজার ২৭৭ টাকা খরচে কাজ করার বরাত পান।

অভিযোগ ঠিকেদার এই রাস্তার কাজের বরাদ্দ পেয়ে কাজ করার শুরুতেইগ্রাউন্ডিং,মেডেলিং,কার্পেটিং অতি নিম্নমানের করায় গাড়ি, বাইক ও পথচারীদের পায়ের চাপায় মেডেলিং কার্পেটিং চিপস গুলি উঠে গিয়ে গর্তে পরিনত হয়েছে। গ্রামবাসীরা একাধিকবার ঠিকেদার ও পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারকে জানানোর সত্বেও রাস্তার কাজ ভালভাবে করেনি বলে অভিযোগ।

তাই ক্ষুব্ধ হয়ে গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে ওই রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেন। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, বহু বছর ধরে রাস্তাটি মরণ ফাঁদে ছিল। গ্রামবাসীরা রাস্তা চলাচলের জ্বালা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আজ রাজ্যের ১৪৭৮০৫ গৃহ নির্মাণের প্রথম কিস্তির টাকা প্রদান করবেন প্রধানমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।।** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-গ্রামীণ প্রকল্পে ত্রিপুরার গ্রামীণ এলাকার ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮০৫ জন সুবিধাভোগীকে একই সঙ্গে গৃহ নির্মাণের জন্য প্রথম কিস্তির টাকা প্রদান করবেন। আগামীকাল দুপুর একটায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিনি প্রথম কিস্তির ৪৮ হাজার টাকা সরাসরি সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রদান করবেন। এটা ত্রিপুরার জন্য এক ঐতিহাসিক মাইলস্টোন বলে অভিহিত করেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ের সাংবাদিক সম্মেলনে সাথে তিনি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) রাজ্যে রূপায়ণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

এদিন উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেববর্মা ত্রিপুরার ইতিহাসে গ্রামীণ আবাস যোজনায় এধরণের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীকে রাজ্যের জনগণের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই ত্রিপুরা ও অসমের ক্ষেত্রে এই যোজনায় গ্রামীণ ঘর নির্মাণের সংজ্ঞা পরিবর্তন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি জানান, আগামীকাল রাজ্যের ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮০৫ জনের অ্যাকাউন্টে একসঙ্গে মোট ৭০৯ কোটি ৪৬ হাজার টাকা ঢুকে যাবে। এর ফলে ঘর নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী সহ অনেকেই আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন। পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও স্বচ্ছল হবে বলে উপমুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

শনিবার মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন, সাথে তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরার গ্রামীণ এলাকায় মোট ৬ লক্ষ ৯৭ হাজার পরিবার রয়েছে। ২০১১ সালের এসইসিসি সার্ভে অনুযায়ী ত্রিপুরার ২ লক্ষ ৮ হাজার পরিবার ঘর নির্মাণের নীতি নির্দেশিকার কারণে বাদ পড়ে যায়। বর্তমান রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ঘর নির্মাণের নীতি নির্দেশিকার পরিবর্তন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং একসঙ্গে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ঘরের মঞ্জুরী দিয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরা সরকার এছাড়াও অতিরিক্ত ২২ হাজার ৭৫৯ ঘরের জন্য কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিএসএফের ধাওয়ায় গাড়ি নিয়ে উল্টে পড়লেও হাতে আসেনি পাচারকারীরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।।** পুটিয়া সীমান্ত দিয়ে গরু পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে বিএসএফ। একটি গরু বোঝাই গাড়ির পেছনে বিএসএফের জওয়ানরা ধাওয়া করলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। ফলে গরু বোঝাই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভেলুয়ারচর এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। সেখান থেকে গরু উদ্ধার করেছে বিএসএফ জওয়ানরা।একটি গরু বোঝাই গাড়ি গরু নিয়ে পুটিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলে কামথানার বিওপির বিএসএফ জওয়ানরা বিশালগড় থেকে গরু বোঝাই একটি বলেরু গাড়ির পেছনে ধাওয়া করতে থাকে।

সেই গাড়িটি কলমচৌড়া থানাধীন ভেলুয়ারচর লারুরবাড়ি এলাকায় এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উল্টে যায়। ওই গাড়ি থেকে বিএসএফ জওয়ানরা নয়টি গরু নিয়ে যায় কামথানা বিওপিতে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ,কয়েক যুগ ধরে পুটিয়া রহিমপুর ও কামথানা সীমান্ত দিয়ে অবৈধ পাচার কার্য চলে আসছে।এই গরু বোঝাই গাড়ি থেকে পুলিশ কিংবা নেতা বাবুরা সপ্তাহ শেষে মোটা অংকের কমিশন খায়।

কিন্তু বিএসএফ মাঝে মধ্যে পাচারকারীদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হলেও পাচার কার্য কোনোভাবেই বন্ধ করা যাচ্ছে না।বিশালগড়, জামজুরি,সোনামুড়া বাজার থেকে গরু বোঝাই গাড়ি প্রতিনিয়ত সীমান্তের ওপারে গরু পাচার করতে নিয়ে আসে। এভাবে প্রতিদিন পুটিয়া রহিমপুর ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৮ ■ সংখ্যা ৩৮ ■ ১৪ নভেম্বর ২০২১ ইং ■ ২৭ কার্তিক ■ রবিবার ■ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

## আগুন নিয়া খেলা

২০০১-র ১১ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর কাটিয়া গিয়াছে কুড়িটি বছর। ওই হামলার জন্য আমেরিকা দায়ী করিয়াছিল জঙ্গিগোষ্ঠী আল—কায়েদাকে। আর এই আল—কায়েদাকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়াছিল তৎকালীন আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী তালিবান। অল্প যে কয়েকটি দেশ সেদিন তালিবান সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়াছিল, পাকিস্তান তাহার মধ্যে একটি। অনেক জল ঘোলা হওয়ার পর আফগানিস্তানে আবার ক্ষমতায় সেই তালিবান। একমাত্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলিয়াছেন, ‘তালিবান দাসত্বের শিকল ভাঙিয়াছে।’ পাকিস্তান আমেরিকার সহযোগীর খাতায় নাম লেখাইলেও কখনও ওয়াশিংটনের পুরোপুরি আস্থা অর্জন করিতে পারেনি। কৌশলগত কারণে পাকিস্তান কখনও চায়নি আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ছাড়িতে। কারণ, কাশ্মীর ইস্যুতে ওয়াশিংটনের সমর্থন ইসলামাবাদের সব সময় প্রয়োজন।’ এটাই ইসলামাবাদের আজীবন পলিসি!

গত বছর এপ্রিলের কথাই ধরুন। গোটা বিশ্ব যখন করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতেছে , পাকিস্তান তখনও নাশকতার ষড়যন্ত্র চালাইয়া গিয়াছে। জানা গিয়াছিল, ২০১৮ সালে তৈরি জঙ্গি তালিকা থেকে প্রায় ১৮০০ নাম বাদ দিয়া দিয়াছে পাকিস্তান। যে তালিকায় রহিয়াছে মুম্বই হামলার মাস্টারমাইন্ড জাকিউর রহমান লকভি। ২৬/১১, ২০১৯-এর পুলওয়ামা-সহ ভারতের মাটিতে একাধিক নাশকতামূলক হামলার পিছনে তাহাদের হাত রহিয়াছে। পাক সরকার তাহাদের আড়াল করিয়া আসিতেছে। ’ শুধু তাই নয়, বেআইনি লেনদেন, সীমান্তে আর্থিক চোরাচালান রুখিতেও পাকিস্তান তেমন কোনও পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

ইমরান যাই যুক্তি দিন না কেন, পাকিস্তান যে প্রতিদিন সন্ত্রাসবাদের আগুনে পুড়িতেছে তাহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে সম্প্রতি ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর কাছে ইসলামাবাদের আত্মসমর্পণের ঘটনায়। নিষিদ্ধ ঘোষিত তেহরিক-ই-লাব্বিক পাকিস্তানের (টিএলপি) কাছে ইমরান সরকারের নতি স্বীকার নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। রাজধানী ইসলামাবাদ দখল করিয়া নেওয়া হইবে, এমন হুমকির ঠিক পরদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করিয়া দিলেন, সরকার টিএলপির সব দাবি মানিয়া নেবে।

‘ এবছরের শুরুর দিকে সরকার কেন টিএলপিকে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করিয়াছিল, এই প্রশ্নে পাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোনও সদুত্তর দিতেও পারেননি। উল্টে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে পাক সরকারের আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত কতটা যুক্তিযুক্ত তাহা বোঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বলিয়াছেন, ‘বলপ্রয়োগ করা রাষ্ট্রের কাজ নয়’। সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার তার বাহিনীকে ব্যবহার করিতে চায় নাএর চেয়ে লজ্জার আর কী হইতে পারে। আসলে একটা নিষিদ্ধ সংগঠনের অবৈধ দাবি মানিয়া নিয়া ইমরান খানের প্রশাসন লজ্জাজনক পরাজয় মানিয়া নিয়াছে। পাকিস্তান চরমপন্থী মতাদর্শ এবং উগ্রপন্থা থেকে শুরু করিয়া সন্ত্রাসবাদের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। পাকিস্তান ক্রমশ ভিতরে ভিতরে ক্ষইয়া যাইতেছে।। পাকিস্তানের ‘ডিএনএ-র মধ্যেই রয়েছে সন্ত্রাসবাদ’, ইউনেস্কোর সাধারণ সভায় যা বলিয়াছিলেন ভারতীয় প্রতিনিধি অনন্যা আগরওয়াল। তাহার প্রমাণ, টিএলপির মতো সন্ত্রাসবাদী দলের উত্থান। পাকিস্তানিদের একটি অংশ মনে করিতেছেন, কাবুলে তালিবানের উত্থান সীমান্ত পেরিয়া পাকিস্তানে জিহাদি কাজকর্ম, সন্ত্রাসবাদ ও শরণার্থীর ঢল বাড়াইতে পারে। হিংস্র ধর্মান্ধ গোষ্ঠীকে মোকাবিলায় যে নিরাপত্তা বাহিনী রক্ত দিয়াছে, তাহিদের মনোবল ভাঙিয়া দেওয়ার জন্য পাক সরকারের এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট। চরমপন্থী গোষ্ঠীকে তুষ্ট করার এই নীতি ইমরান খানের ‘ইসলামফোবিয়া’ প্রকাশ্যে আনিয়া দিয়াছে।

পাক সরকার সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ আইনে টিএলপির অনেক নেতা-কর্মীকে আটক করিয়াছিল। কিন্তু এখন আবার চাপের মুখে পুরনো সিদ্ধান্ত থেকে সরিয়া এল। বছরের পর বছর ধরিয়া এভাবেই চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে নতজানু নীতিতে চলিয়াছে পাকিস্তান। সরকারের এই নীতির ফলে ধর্মান্ধ রাজনৈতিক গোষ্ঠী পাকিস্তানের সামাজিক বিন্যাসকে পাল্টাইয়া দেওয়ার আতঙ্ক হিসেবে হাজির হইয়াছে।ঘরে-বাইরে দিশেহারা পাক প্রধানমন্ত্রী। ইমরানের নীতি ধর্মান্ধতাকে উসকাইয়া দিয়াছে। ধর্মান্ধ গোষ্ঠীকে তুষ্ট করিবার জন্য পাকিস্তান সরকারের এই নীতিতে সন্ত্রাসবাদ আরও মাথাচাড়া দিবে। বারুদের পোশাক পরিয়া আগুন নিয়া খেলিতেছেন ইমরান খান।

## এন আই টি আগরতলার চতুর্দশ ভার্চুয়াল ই-সমাবর্তন

**আগরতলা ১৩ নভেম্বর।।** ১৩ নভেম্বর ২০২১ ইং শনিবার (Saturday13thNovember,2021) এন আই টি আগরতলার চতুর্দশ ভার্চুয়াল ই-সমাবর্তন সম্পন্ন হয়। সমাবর্তন অনুষ্ঠানটি সকল ১০টা ২০ মিনিটে শুরু হয়েছিল। পদ্মবিভূষণ অধ্যাপক মুরলি মনোহর যোশী সমার্বতন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। তিনি সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মুখ্যবক্ত হিসেবে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। পদ্মবিভূষণ অধ্যাপক যোশী হলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন অধ্যাপক এবং ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

ডঃ রঘু সুন্দরম সম্মানীয় অতিথি হিসেবে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ডঃ সুন্দরকম নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে ডিন (Dean) পদে আসীন আছেন। এছাড়া তিনি নিউইয়র্কের স্টার্ন স্কুল অফ বিজনেস্-এ এডওয়ার্ড আই অল্টম্যান প্রফেসর (ক্রেডিট অ্যান্ড ডেবিট মার্কেটস) হিসেবে নিযুক্ত আছেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে, শ্রী পি ভি এস এল এন মূর্তি ও ( Sri P V SL N MURTY ) সম্মানীয় অতিথি হিসেবে মূল্যাবান বক্তব্য রাখেন। শ্রী মূর্তি এন ই ডি এফ আই (NEDF) এর চেয়ারম্যান ও এম ডি পদে আসীন আছেন। এন আই টি আগরতলা বোর্ড অফ গভর্নরস এর চেয়ারম্যান সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা, অধ্যাপক হরিশ কুমার শর্মা। (Prof Harish Kumar sharma) সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের শংসাপত্র প্রদান করেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ৪৬ জন পি এইচ ডি,১৩৬ জন এম টেক্, ১৫ জন এম সি এ, ২৮ জন এম বি এ ২১ জন এম এস সি, ৬৪৬ জন বি টেক্, ৪৭ জন বি এস এবং বি টি, ২৪ জন বি এস এম এস এবং বি টি এম টি ছাত্র-ছাত্রীদের শংসাপত্র (ডিগ্রী) প্রদান করা হয়েছে। এন আই টি আগরতলার চতুর্দশ ভার্চুয়াল ই-সমাবর্তনে সর্বমোট ৯৬৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ডিগ্রি (শংস্যাপত্র) প্রদান করা হয়। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে, সর্বমোট ২৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে স্নাতকস্তরে বিভিন্ন শাখায় প্রথম স্থানাধিকারী ৮ জনকে, ডুয়েল ডিগ্রী স্তরে (বি এস এম এস এবং বি টি এম টি) বিভিন্ন শাখায় প্রথম স্থানাধিকারী ৩ জনকে এবং স্নাতকোত্তরস্তরে বিভিন্ন শাখায় প্রথম স্থানাধিকারী ১২ জনকে স্বার্ণপদক দেওয়া হয়। আর স্নাতকস্তর, ডুয়েল ডিগ্রিস্তর এবং স্নাতকোত্তর স্তর হতে সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের প্রথম স্থানাধিকারী (Intitute Toppers) ৩ জনকে স্বর্ণবপদক দেওয়া হয়। সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের প্রথম স্থানাধিকারী ৩ জনের মধ্যে ১ জন স্থাতকস্তর হতে ১ জন স্নাতকস্তর হতে ১ জন ডুয়েল ডিগ্রী স্থর (বি এস এম এস) হতে এবং ১ জন স্নাতকোত্তর স্তর হতে স্বর্ণপদক পায়। স্নাতকস্তর হতে সামগ্রিকভাবে প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্রদের নাম হল-সৌভিক ঘোষ (বি টেক্, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং)। ডুয়েল ডিগ্রী স্তর হতে সামগ্রিকভাবে প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্রের নাম হল গৌরব কুমার (বি এস এম এস ম্যাথামেটিক্স)। আর, স্নাতকোত্তর স্তরে সমাগ্রিকভাবে প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্র হল কেভিন আলেকজান্ডার (এম টেক, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং)। এন আই টি আগরতলা কর্তৃক আয়োজিত ভার্চুয়াল -ই সমাবর্তটি (চতুর্দশ সমাবর্তন) উল্লেখযোগ্য ভাবে সাফল্যমন্ডিত হয়েছে।

# সামাজিক বিধি বিধানের বিরুদ্ধে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

ড. বিমল কুমার শীট

বাংলার রাজনীতি তথা ভারতের রাজনীতিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এক অন্যতম ব্যক্তিত্ব। আইনজীবী হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল অন্যান্যদের কাছে ঈর্ধনীয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে ও জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে তিনি কয়েকবার সভাপতিত্ব করেছেন। স্বরাজ্য দলের নেতা হিসাবে তাঁর সর্বভারতীয় স্তরে ভূমিকাও ছিল উল্লেখ্য, কিন্তু সমাজসংস্কার ও সামাজিক বিধি বিধানের প্রতি তাঁর ভূমিকা ছিল অন্যান্য ব্যক্তিদের থেকে ভিন্ন মার্গের।

দেশবন্ধু জাতিতে ছিলেন বৈদ্য। বৈদ্যরা পেশায় চিকিৎসক এবং প্রগতিশীলতা ও জ্ঞানানুরাগের জন্য বিখ্যাত। তিনি ব্রাহ্মধর্মের আবহে বড় হয়েছিলেন। যৌবনে পিতা ভুবনমোহন সহ তিন ভাই (দুর্গামোবন, কালীমোহন) ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। হিন্দু ধর্মে কুসংস্কারকে তাঁর কোনোমতেই ধর্মমত বলে মানতে পারেননি। ভুবনমোহন ব্রাহ্মডনমত পত্রিকার সম্পাদকরূপে বাংলার সাংবাদিক সমাজে বিশিষ্ট আসন লাভ করেছিলেন। ভুবনমোহনের মেজদা দুর্গামোহন দাশ একজন বড় সমাজ সংস্কারক এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর মেয়ের বয়স যোল বছর হলেও ব্রাহ্মসমাদের বিধান অনুযায়ী মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স হয়নি বলে কোচবিহারের মহারাজের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেননি। স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার ও পর্দাপ্রথা উচ্ছেদ করার জন্য তিনি আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী ও অন্যান্যদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছিলেন। সামাজিক বাধা উপেক্ষা করে তিনি তাঁর বিধবা মায়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনার পর কালীমোহন দাপের স্ত্রী জাত গেল বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলে তাঁর উত্তরে কালীমোহন বসু বললেন, বড় বউ জাত তো আমার লোহার সিন্দুকের ভেতরে। বিপিনচন্দ্র পালা ও প্রসঙ্গে লেখেন, চিত্তরঞ্জনের পিতৃ পরিবারের আধুনিক ইঙ্গ বঙ্গ সমাজের রীতিনীতি এবং আবহাওয়ার মধ্যেই বাড়িয়া ছিলেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। চিত্তরঞ্জন দাশ ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর্শের উপরে একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকতে তিনি কিছু পরিমাণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তবে শেষ দিকে চিত্তরঞ্জন একেবারে ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে গিয়ে হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে পরিবারিক অনুষ্ঠানাদি করতে আরম্ভ করেন।

চিত্তরঞ্জনের বাড়ি ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের শুধু নয়, সব জাতির সব ধর্মের এক অপূর্ব সংমিশ্রণের কেন্দ্রস্থল ছিল। বুদ্ধ, কৃষ্ণ, খ্রিস্ট, মহম্মদ, চৈতন্য সকলেই ছিলেন নমস্য। পিতা ভুবনমোহন বলতেন কোনো ধর্মকেই ছোট করে দেখা সবচেয়ে বড় অধর্ম ও অপরাধ। চিত্তরঞ্জনের পরিবার সহজেই তাই উষ্ণ বালবাসা দিয়ে খ্রিস্টন বৌমাকে বরণ করে নিয়েছিলেন। মেজ প্রফুল্লরঞ্জন খ্রিস্টান পত্নী ডরোথীকে বিলেত থেকে নিজে আসার আগে পাঠিয়ে দেন ভারতের বাড়িতে। ছোট বাই বসন্তরঞ্জনের বিয়ে হয়েছিল ড. ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের একমাত্র কন্যা সরযুবালার সঙ্গে। যেহেতু শীলের মেয়ে নীচু গরের, তাই জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা অস্বস্তিকর গুঞ্জন-তুলছিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশ বুঝিয়ে ছিলেন জ্ঞানে ও পাণিত্যে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ব্রাহ্মণের সমতুল্য ও তাঁর মেয়ে বউমা হয়ে আসা সৌভাগ্যের কথা। এ বিয়েতে তিনি বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯১৬ সালে ১১ই আগস্ট ব্যারিস্টার সুধীরচন্দ্র রায়ের সঙ্গে মেয়ে অপর্ণা দেবীর বিয়ে দিয়ে চিত্তরঞ্জন দাশ তৎকালীন বাংলাদেশে অসবর্ণ বিবাহের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। সুধীরচন্দ্র ছিলেন হিন্দু ও কায়স্থ। আর চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্ম ও বৈদ্য। ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশই এ বিবাহ সমর্থন করেনি। এমনকী বিয়ের কয়েকদিন আগে ব্রাহ্মসমাজ থেকে পোস্টাকার্জ ছেপে নিবেদন করা হয়েছিল যে,



সমাজের এই অপমানকর বিয়েতে যেন কোনো সৎ ব্রাহ্মন না যান। দৈনিক কাগজে লেখা হল ব্রাহ্ম সমাজে চিত্তরঞ্জন একঘরে। বিয়ের দিন চিত্তরঞ্জন দাশ পণিত নিশবনাথ শত্রীকে বলেছিলেন, বিবেকের পথে, সত্যের পথে চলেছি। এতে আমার বাবার আশীর্বাদ থেকে আমি কখনই বঞ্চিত হব না। চিত্তরঞ্জন দাশ মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচ এই তথাকথিত ভেদাভেদ বিশ্বাস করতেন না। মানুষ্যতেবর অমর্যাদায় তিনি ব্যথিত হতেন। তিনি বলতেন, মানুষ মানুষই ব্রাহ্মণ হলেও সে মানুষ, নমঃশূদ্র হলেও সে মানুষ। আর মনুষ্যত্বের অমর্যাদা করা মানেই নিজের মর্যাদাহানি করা। মানুষের মধ্যে কোনো ভেদ নেই, তা সে ধনী হোক বা দরিদ্র হোক, উচ্চ হোক বা নীত হোক, হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক তাতে কিছু আসে যায় না। একজন মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটিয়েই আরেকন মানুষ বড় হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখ করা যাক। ঘটনার সূত্রপাত ভেগাই হালদারকে নিয়ে। কলকাতা কংগ্রেস শেষে বরিশাল যাওয়ার পথে পরিচয় হয় ভেগাই হালদারের সঙ্গে। বরিশালের সাধারণ কংগ্রেস কর্মী ভেগাই ছিলেন জাতিতে নমঃশূত্র। চিত্তরঞ্জনের পরিচিত ভেগাই কলকাতায় এসে তংরে বাড়িতে ওঠে। আত্মীয় ও কর্মচারীদের অনুযোগ ভেগাইয়ের খাবার বন্দোবস্ত হল রান্নাবাড়ির দালানে এক নির্দিষ্ট জায়গায় যেখানে মুরগি ও পায়রার ভিড় প্রায় লেগেই থাকে। এদের নোংরোমি ঠেলায় খাওয়া তো দূরের কথা বলাই সম্ভব বত না। শেষে কেঁদেকেটে চিত্তরঞ্জনকে তার অসহায় ও করুণ অবস্থার কথা ব্যক্ত করেন। চিত্তরঞ্জন এতে অবাক হন। এই প্রকার বিধিব্যবস্থা তাঁরই বাড়িতে তা তাঁর স্বপ্নের অগোচর ছিল। তিনি নির্দেশ দিলেন, আজ রাত্রি থেকে ভেগাই আমাদের সঙ্গেই খাবে। ভেগাই খুব খুশি হন। তার মনুষ্যত্বকে এতদিন শ্রদ্ধা দেখায়নি কেউ। সে চিত্তরঞ্জনের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। চিত্তরঞ্জন তাকে পরম স্নেহে জড়িয়ে ধরেন। এরপর ভেগাইয়ের স্বভাব নিয়ে বাড়ির ছেলেমেয়েরা চিত্তরঞ্জনকে অনুযোগ জানাতে এলে তিনি তাদের বলতেনডদ্যাখ দেখি, ওদের মনুষ্যত্বের মর্যাদা যদি আমরা প্রথম থেকেই দিতাম, যদি ওদের জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত না করতাম, তাহলে ওদের ব্যবহারিক জীবনও আমাদের থেকে ভিন্ন হত না। অন্যায় করে যে আত্মসচতেনতার পথ ওদের আমরা রুদ্ধ করে রেখেছি। সমাজের সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাদেরই করতে হবে।

ফরওয়ার্ড দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনা করার সময় ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন পুজোত সপরিবারে বিক্রমপুরে হাঁসাড়া গ্রামে মেয়ে অপর্ণাদেবীর শ্বশুরবাড়িতে এসেছিলেন। গোটা গ্রামের সকল বর্ণোর লোকেরা আমন্ত্রিত হয়েছিল চণ্ডীমণ্ডপে পুজো দেবার ও প্রসাদ পাবার জন্য। কিন্তু গ্রামের নিম্নবর্ণের লোকেরা ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। মণ্ডবে চিত্তরঞ্জন একথা জেনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বলেছিলেন, এদের এই ভয়ানক বিশ্বাসের জন্য আমরা দায়ী। মানুষ মাত্রেই যে সমঅধিকার আছে এটা প্রভুত্বের মোহে আমরাই এদের এতদিন দেইনি। দেশের একটা বিরাট অংশকে আমরাই এদের এতদিন জানতে নেদইনি। দেশের একটা বিরাট অংশকে আমরা একেবারেই বঞ্চিত ও রুদ্ধ করে রেখেছি।

পরে তিনি রক্ষণশীলতার বেড়া ভেঙে সমস্ত বর্ণের জনতার সঙ্গে মণ্ডপ প্রাঙ্গণে প্রসাদ গ্রহণ করেন। তার কাছে অস্পৃশ্যতা অত্যাচারের আর এখ রূপ। মর্মাহত হয়ে বলতেন, এ জীবনে যদি না পারি, পরজন্মে অস্পৃশ্য হইয়া আসিব। আবার তাদের মধ্যে কাজ রবিব। সে সময় জাতীয় কংগ্রেসের বহু কর্মকর্তা অস্পৃশ্যতাকে একেবারে বিসর্জন দিতে পারেনি। সংস্কারের দিক দিয়ে তাঁরা কয়েক কদম পিছিয়ে ছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কটকে উৎকল প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন তখন জগন্নাথ রথ বলে একজন কংগ্রেস কর্মী অস্পৃশ্য প্রতিনিধিদের নিয়ে ব্যানারসহ সভাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে অস্পৃশ্য প্রতিনিধিদের সমান মর্যাদা দাবি করেন। কিন্তু দুর্ভোগ্যের বিষয় উচ্চবর্ণেণ প্রতিনিধিদের প্রতিবাদে নিম্নবর্ণের প্রতিনিধিদের খেতে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। তাদের শহরের হাড়িশাহি বস্তিতে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেখানে অস্পৃশ্যদের প্রতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মনোভাব ছিল প্রকৃত নেতার ন্যায়। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

# সুখের সন্ধান

প্রমথরঞ্জন ভট্টাচার্য

“নাই কিরে সুখ? নাই কিরে সুখ?” - মানব মনের এই প্রশ্ন এবং সুখের সন্ধান, সভ্যতার উন্মেষের পর থেকে মানুষের দীর্ঘকালের। শারীরিক, মানসিক, জাগতিক, সার্বিক সুখের সন্ধানে মানুষ সদা সর্বদা রত। যেদিন থেকে মানুষের ইন্দিয়ানুভূতির উপলব্ধি প্রবল থেকে প্রখর হয়েছে, সেইদিন থেকে এই প্রশ্ন মানুষকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। একদিন মানুষের লক্ষ্য ছিল নির্মম প্রকৃতির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা। আহার, বাসস্থান আর সঙ্গী-সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়া। তারপর মানুষ দলবদ্ধ, গোষ্ঠীবদ্ধ থেকে সমাজবদ্ধ হতে শিখল। মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন ও ওজন বৃদ্ধি পেল, বৃদ্ধির বিকাশ ঘটল উন্নত মননশীলতার অধিকারী হল। মানুষের মধ্যে জাগল অধিকার বোধ। মানুষ আত্মপর ভেদ করতে শিখল। স্বার্থন্বেষি হতে শিকল, সঞ্চয় ও মজুতের স্পৃহা জাগল। আমার এবং নিজের সম্বন্ধে সচেতন হতে শিখল। প্রয়োজনের অতিরিক্তের জন্য তাগিদ ও লোভ বাড়ল। সেই লোভের পদক্ষেপ ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে মানুষের মধ্যে সামর্থের এবং মূল্যায়নের ভেদাভেদ সৃষ্টি করল। মানুষ করায়ত্ত করতে ও কুক্ষিগত করতে শিখল। সমাজে ও ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে বৈষম্য ও বিভেদের সৃষ্টি হল। নানা রকমের সুখের অনুভূতি ও অভিলাষ তীব্র প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠল। “সুখ”, “সুখ” করে মানুষ ব্যাকুল হয়ে উঠল।

কিন্তু, সুখের উপায় কি, সুখে থাকার পথ কি? অসামান্য রূপসী ও বিদূষী রাজকুমারী রত্না যশোধরা বৌদ্ধমঠের প্রধান ভিক্ষুকে প্রশ্ন করেছিলেন- সুখে থাকার উপায় কি? উত্তরে প্রাজ্ঞ ভিক্ষুর শাশ্বত সনাতন উপদেশ - “মন হইতে প্রবৃত্তির উৎপত্তি, মনকে নিষ্কলুষ রাখিও সুখ ছায়ার মত তোমার পিছনে থাকিবে।” শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : কালের মন্দিরা)। কবি কামিনী রায়ের হিতোপদেশ- “সুখ” “সুখ” করি কেঁদো না আর; যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে, ততই বাড়িবে হৃদয় ভার। কবির মতে বরং আপনার কথা ভুলে, পরের স্বার্থে মন দেওয়া ভালো। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতে “... সুখ কেবল ফাকি” এবং ”পরকে সুখী করেই প্রকৃত সুখ।” অনেকের মতে টাকা দিয়ে সুখ কেনা যায় না। ... টাকা দিয়ে তারা অসুখ কেনে, তখন আসে ডাক্তারবদ্যি, ওবুধপত্তর। হয়ত রোগ সারে, কিন্তু সুখ আসে না। আবার “মোহর এক জিনিস, মনেরবালে নি লাগিয়েছে, বিভবানেরা দরিদ্রশ্রেণির চাইতে বেশ কিছুটা হলেও সুখী। এমন কি মনের দিক থেকেও। আবার একথাও সত্য - দোজ হু হ্যাভ ইট অল, ডু নট রিয়ালি হ্যাভ ইট অল।

**সুখের অনুভূতির উৎস কি?**

বিজ্ঞান একটা সুত্র দিয়েছে সুখের ৫০-১০-৪০ শতাংশ ব্যবস্থা, সুখে থাকার। অর্থাৎ সুখের ৫০ শতাংশ নির্ভর করে জন্মসূত্রে বা উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া আমাদের বংশানুদের উপর, ১০ শতাংশ পরিস্থিতি বা পরিবেশের উপর এবং বাকি ৪০ শতাংশ নির্ভর করে আমাদের ক্রিয়াকর্ম, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আশাবাদী মনোভাব এবং কীভাবে আমরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করি তার উপর। আধুনিক বিজ্ঞান একটু সংশোধন করে নিয়েছে, ৫০ নয় ৪০ শতাংশ সুখ নিয়ন্ত্রিত হয় বংশানুদের দ্বারা। অর্থাৎ বলতে গেলে আমাদের সুখের বেশ কিছুটা আমাদের নিজেদের তৈরি যদিও বংশানুর প্রভাব অনস্বীকার্য। “সুখের লাগিয়া, আমরা জীবনে কিছু পরিবর্তন আনতে পারি। ৪০ শতাংশ, বেশ বড় একটা অংশ বা আমাদের আয়ত্বের মধ্যে। অর্থাৎ আমাদের জীবনের যন্ত্রণা ও অসুখী জানযটের ৪০ শতাংশ যানবাহন আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, অন্তত চেষ্টা করতে পারি,সুখে থাকার জন্য। মনোবিজ্ঞানী সোগা লাইয়াবারমিরস্কির মতে।

মানুষে মানুষে সুখের উপলব্ধি ও অনুভূতিগুলিও বংশানুগত কারণের উপর এবং জন্মসূত্রে পাওয়া ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। দুজন ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিগত সুখের এই প্রভেদের প্রায় ৫০ শতাংশ নিরূপণ করে বংশানুগত প্রভাব। যদিও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের স্থায়িত্ব সারা জীবনব্যাপী নয়। বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন অবরুদ্ধ বা অবদমিত পরিবেশে অননুকূল পরিবেশে, অস্বাভাবিক ও. অসহযোগিতা এবং বিদ্বেষপূর্ণ পরিবেশে, সদ বা অনুকূল বৈশিষ্ট্যগুলোর বিকাশ নাও ঘটতে পারে। আসলে এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলো বংশানু নির্ভর হলেও এদের বিকাশ অনেক কারণ বা হেতুর উপর নির্ভর করে।

আমাদের বংশানুগুলোর বৈশিষ্ট্যগুলো অনেকাংশে পরিবেশের উপর নির্ভর করে এবং জীবনে চলার পথে ইতিবাচক বা নেতিবাচক ঘটনার মুখোমুখি কতটা বা কতবার হতে হয়েছে এবং তার মোকাবিলা কীভাবে করা হয়েছে সেই সামর্থ ও উপায় প্রভৃতির উপর নির্ভর করে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর বিকাশ অথবা বিনাশ, পরিপূর্ণতা এবং সফলতা।

**সত্যিই কি ‘সুখের বংশানু’ আছে?**

বিশাল এক গবেষণা প্রকল্পে ৯৭টি দেশের ১৪০টি গবেষণা কেন্দ্রের ১৯০ জন গবেষক মিলে সুখী হওয়া এবং ৫১৫ ২ বিকলগুলোর (জেনেটিক ‘ভেরিয়ান্টস - একই বংশানুর পরিবর্তিত রূপ, পরিব্যক্তির (মিউটেশন) ফলে সন্ধান খুঁজে পেয়েছেন। মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে জড়িত বিভিন্ন বংশানুর হদিশ বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন।

একজন ব্যক্তির জীবনে ভালো থাকা, সুখে থাকার ধারণ অনুভূতি এবং চিন্তার সাথে সম্পর্কিত তিনটি বংশানুগত বিকল্প খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সেই সঙ্গে মানসিক অবসাদের অসুখী হওয়ার একটি মূল কারণ) সাথে জড়িত দুটি বংশানু এবং তাদের পরিবর্তিত রূপ, এবং নিউরোটিসিজমের (এক ধরনের মানসিক বৈশিষ্ট্য যা নির্ধারিত করে পৃথিবী এবং সমাজ সম্পর্কে কোন ব্যক্তির ধারণা এবং এই পৃথিবীতে সে নিজেকে কতখানি অনিরাপদ, বিপদগ্রস্ত, যন্ত্রাত্তও দুর্গতিগ বলে মনে করে বা ভাবে) সাথে জড়িত ১১টি বংশানুর বিকল্প খুঁজে পেয়েছেন। আরও দেখেছেন যে এই বংশানুগত বিকল্পগুলো কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত (সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম), এড্রেনালিন গ্রন্থিতে অথবা প্যানক্রিয়াসের কলায় (টিস্যু) প্রকাশিত হয়। আগে ধারণা ছিল সুখ এবং ব্যক্তিগত ভালো লাগার অনুভূতির ব্যক্তিগত প্রভেদ নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে বংশানুগত পার্থক্যের উপর। এখন দেখা গিয়েছে ভালোলাগা শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের একটি কারণ। তবুও, বংশানু এবং বংশানুগত কারণই মানুষের জীবন সম্বন্ধে ভালোলাগার ধারণা ও অনুভূতির একমাত্র ইতিহাস নয়। দেখা গিয়েছে, কিছু কিছু র ক্ষেত্রে এইসব রোগের উপসর্গ ও লক্ষণগুলো করা যেতে পারে।

**সুখের উপর বংশানুর প্রভাব**

আমাদের অনেক জৈবিক বৈশিষ্ট্য, গায়ের রং থেকে চোখের রং প্রভৃতি উত্তরাধিকারসূত্রে পিতামাতার থেকে পাই এবং সত্যি বলতে কি আমাদের সুখও উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া আচরণ এবং ইচ্ছা অনুযায়ী এবং সেটা পরিস্থিতি বাপরিবেশের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু এই পৃথিবীতে আমাদের অবস্থা ও অবস্থান যদি অনেকাংশে নির্ধারিত হয় বংশানুদের দ্বারা তাহলে এটাও সত্যি যে আমাদের সুখ, ভালোলাগা এবং ভালো থাকার ব্যাপারেও বংশানুদের একটা ভূমিকা অবশ্যই থাকবে। বিজ্ঞান বলে, আমরা সবাই পৃথক এবং আমাদের এই পার্থক্য বা প্রভেদের মূলে আমাদের বংশানু। কয়েকটা প্রশ জাগে। এবং সেগুলোর উত্তর খুঁজেছেন বিখ্যাত মনোবিদ মিক বার্টেলস।

ক) ভালোলাগা উত্তরাধিকার সূত্রে আংশিকভাবে প্রাপ্ত, বলতে কি বোঝায় ? বংশানুগত প্রভেদই বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভালোলাগার অনুভূতির পার্থক্যের মূলে। তবুও ভালোলাগা বা সুখের বংশানু থাকলেই যে কেউ সুখী হবে বা উল্টোটা হবে তাব কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এইসব ক্ষেত্রে পূর্ব প্রবণতা বেশি মাত্রায় লক্ষ্য করা যেতে পারে। আসল কথা পরিবেশের প্রভাব এই ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

খ) বংশানু অথবা পরিবেশ -কার গুরুত্ব কতখানি? ক্ষেত্রে সুখের প্রভেদের ৪০ শতাংশ বংশানুগত পার্থক্যের কারণে, বাকি ৬০ শতাংশ পরিবেশের কারণে। কিন্তু এখানে ধরে নেওয়া হয়, বংশানু এবং পরিবেশ একে অপরের প্রভাব মুক্ত। কিন্তু আদপে তা নয়, একে অন্যের প্রভাবাধীন।

গ) কোন বংশানু সুখের ব্যাপারে বেশি সংবেদনশীল? সুখের বংশানুগত পূর্বলক্ষণের ব্যাপারে বিভিন্ন মানসিক বৈশিষ্ট্য যেমন মনোভাব, মানসিক স্থিতিস্থাপকতা ও প্রাণোচ্ছলতা, চটজলদি কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি সামলে ওঠা, বিচক্ষণতা প্রভৃতির মিশেল লক্ষ্য করা বায়। সম্ভব কিছুটা হলেও সম্ভব। পারিবারিক প্রেক্ষাপট এবং বংশানুর ভিত্তিতে, সঠিক পরিবেশে এবং সঠিক পদক্ষেপে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারলে জীবনে সুখের বা ভালোলাগার মান নির্ধারিত মানের চাইতে দু-এক ধাপ বাড়ানো যেতে পারে কিন্তু তার বেশি নয়। এর বেশি বাড়ানো সম্ভবপর বা সহজসাধ্য নয়।

ঙ) একই পরিস্থিতিতে একজন আরেকজনের চাইতে সুখী কেন হয়? যদি আমরা জিমে গিয়ে শরীরচর্চার সাথে বিষয়টাকে তুলনা করি তাহলে দেখা যাবে, কেউ খুব তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে কিন্ত অন্যদের ব্যাপারে ব্যাপারটা ঘটছে খুব ধীরগতিতে। ঠিক তেমনি সুখ এবং ভালোলাগার ব্যাপারটা। মানুষের স্বভাব এবং আচার, আচরণের পরিবর্তন ঘটানো খুব সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই কোনওরকম উল্লমনে সুখী হওয়ার মাত্রা বাড়ানো সম্ভব নয়। এবং একই প্রক্রিয়া সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মানুষের সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যেমন স্বভাব, ব্যক্তিত্ব, জীবন স্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি সবকিছুরই একটা বংশানুগত উপাদান আছে।

চ) বংশানু-পরিবেশ আন্তঃক্রিয়ার সুবিধাজনক প্রয়োগ তে আমাদের পক্ষে যদি জানা সম্ভব হয় সুখের ব্যাপারে আমাদের বংশানুগত পূর্বপ্রবণতা তাহলে স্বভাবসিদ্ধ অসুখী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ওষুধ বা চিকিৎসার উপর নির্ভর না করে নেতিবাচক স্বভাবগুলো পরিবর্তন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। নিরাশ ব্যক্তিকে আশাবাদী করা, তীব প্রচেষ্টা ও উদ্যমকে উৎসাহ দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি বংশানুগত পূর্বপ্রবণতার মাত্রা বেশি মাত্রায় দেখা যায় ত্রহলে এই পথ না নেওয়াই ভালো।

ছ) বংশানু সংক্রান্ত গবেষণা থেকে জীবনে শিক্ষা কি? আসল কথা প্রত্যেককে সুখী করা বা প্রত্যেকে সুখী হওয়ার কোন “সোনার কর্মপদ্ধতি”, নিয়ম বা দাওয়াই (গোল্ডেন রুল) নেই। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সুখী হওয়াটা তার বংশানু এবং পরিবেশের মিশেল এবং তার ফল। নিজের অবস্থা বুঝে, নিজের মত সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে বা হবে। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরত পুর নিগমের বিজেপি প্রার্থী বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচার। শনিবার। ছবি ঃ নিজস্ব।

# মণিপুরে জঙ্গি হামলার নিন্দায় প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর (হি.স) : মণিপুরে অসম রাইফেলসের কনভয়ে জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন তিনি। কর্নেল বিপ্লব ত্রিপাঠীর আত্মত্যাগ বিফলে যাবে না বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। ঘটনার নিন্দা করে টুইটে শোক প্রকাশ করে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিং।

শনিবার সকালে মায়ানমার সীমান্তবর্তী চূড়াচাঁদপুর জেলায় জঙ্গিহানায় অসম রাইফেলসের এক কমান্ডিং অফিসার-সহ ছ'জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ওই অফিসারের স্ত্রী এবং সন্তান রয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রের খবর। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ওই অফিসারের গাড়ির চালক এবং অসম রাইফেলসের দুই কর্মী।

পুলিশ সূত্রের খবর, নিহত কর্নেল বিপ্লব ত্রিপাঠী অসম রাইফেলসের ৪৬ নম্বর ব্যাটেলিয়নের কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। বেহিয়াং থানার অন্তর্গত সিংঘাটের কাছে সায়লসি এবং সেকেন গ্রামের মধ্যবর্তী জঙ্গল ঘেরা এলাকায় তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। কনভয়ের অন্য গাড়ি থেকে জওয়ানেরা পাল্টা গুলি চালালে জঙ্গিরা গা ঢাকা দেয়।

# গড়চিরৌলির জঙ্গলে এনকাউন্টারে খতম ২৬ মাওবাদী

মুম্বই, ১৩ নভেম্বর (হি.স) : মাও নিধন অভিযানে বড়সড় সাফল্য। পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে অন্তত ২৬ জন মাওবাদীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। মুম্বই থেকে ৯০০ কিমি দূরে গড়চিরৌলির ঘটনা। সেখানকার পুলিশ সুপার অঙ্কিত গোয়াল জানিয়েছেন, জঙ্গল থেকে তারা ২৬ জন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মাওবাদীদের পালটা গুলিতে ৪ জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন বলে পুলিস সূত্রের দাবি। ওই ২৬ জনকে ইতিমধ্যেই এয়ারলিফট করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

গড়চিরৌলিতে মাওবাদীদের দৌরাত্ম্য একেবারেই নতুন কিছু নয়। প্রায় প্রতিদিনই এই এলাকায় সেনা জওয়ান তথা সাধারণ নাগরিকদের টার্গেট করে নকশালপন্থীরা। মাঝে মাঝেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় পুলিশও। তেমনই শনিবার মাওবাদীদের দমন করার লক্ষ্যেই ওই এলাকার প্রত্যন্ত বনাঞ্চলে অভিযান চালাতে যায় মহারাষ্ট্র পুলিশের সি-৬০ বাহিনীর একটি দল।

মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে ২৬ জনকে ইতিমধ্যেই নিকেশ করেছে মহারাষ্ট্র পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলিশি অভিযান এখনও চলছে। অভিযান শেষ হলে আরও বড় কোনও সাফল্যের খবর মিলতে পারে। এখনও পর্যন্ত ৪ জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য এয়ারলিফট করে শহরে আনা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, দেশের অন্যান্য প্রান্তে নকশালপন্থীদের দৌরাত্ম্য অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও সুকমা, দান্তেওয়াড়ার মতো এলাকায় এখনও স্বমহিমায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে মাওবাদীরা। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ২০২৩ সালের মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদীদের সম্পূর্ণ নির্মূল করার পরিকল্পনা নিয়েছে। কিন্তু প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, কেন্দ্র যাই দাবি করুক না কেন, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে ফের শক্তি বাড়াচ্ছে লাল সন্ত্রাস। বিশেষ করে সুকমা, দান্তেওয়াড়া, গড়চিরৌলির মতো এলাকায় বারবার মাওবাদীদের আস্ফালন চিন্তা বাড়াচ্ছে সরকারের।

# বিএসএফ-এর 'ক্ষমতাবৃদ্ধি', রাজ্যের ক্ষমতা নেই কেন্দ্রের নির্দেশিকা খারিজের

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : বিএসএফ-এর 'ক্ষমতাবৃদ্ধি' নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। আগামী মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিষয়টি উঠবে আলোচনায়। রাজ্য ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে তাই কড়া চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রকে।

তৃণমূল সূত্রের খবর, এ ব্যাপারে নিন্দাপ্রস্তাব এনে তা নথিভুক্তি করা হবে। এই সঙ্গে পরিমার্জিত আইনের সুপারিশ করা হবে। আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় সেখানে কেন্দ্র নাক গলাতে পারে না। রাজ্যের অনুমতি ছাড়া বিএসএফ জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঢুকে অভিযান চালালে আইনশৃঙ্খলা জনিত সমস্যা তৈরি হওয়ার আশংকা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কিন্তু রাজ্যে এ ব্যাপারে আইন হলে কতটা কার্যকর হবে সেই আইন? চলতি হাওয়ায় আমজনতার প্রশ্ন এখন একটাই। আইনের ভবিষ্যৎ খুঁজতে গিয়ে একাধিক বিষয়ে সামনে আসছে।

কেন্দ্র কিছুদিন আগে নির্দেশিকা জারি করে জানায়, রাজ্যে বিএসএফ সীমান্ত থেকে ১৫ কিলোমিটার ভিতরে নয় ৫০ কিলোমিটার ভেতর পর্যন্ত ঢুকে তারা কাজ করতে পারবে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সীমান্ত থেকে ৫০ কিলোমিটার ভিতর পর্যন্ত যে কোনও জায়গায় গিয়ে অভিযান চালাতে পারবে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। রাজ্যের স্বার্থে যেকোনও বিষয়ে আইন প্রণয়ন হতেই পারে। রাজ্য সেই পথে হাঁটতে পারে সংবিধানের তার কোনো বাধা নেই। বলছেন সংবিধান বিশেষজ্ঞরা।

তবে যে বিষয়ে কেন্দ্রের আইন রয়েছে ধরে নেওয়া যাক সেই একই বিষয়ে রাজ্যেও আইন রয়েছে। এক্ষেত্রে দুই আইনের মধ্যে বিরোধ তৈরি হবে অবধারিত। সংবিধানের ২৫৪ ধারা বলছে, এক্ষেত্রে কেন্দ্রের আইনই কার্যকর হবে, রাজ্যের নয়।

রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্ত বলতে বাংলাদেশ সীমান্ত, সেখান থেকে ৫০ কিলোমিটার ভেতর পর্যন্ত বিএসএফ ঢোকার অর্থ কী রকম হবে। কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এই সমস্ত জেলাগুলির একটি বড় অংশ জুড়ে বিএসএফের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে।

# গভীর রাতে ঘেরাও মুক্ত হল বিশ্বভারতীর অধ্যাপক আধিকারিকরা

শান্তিনিকেতন, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) দিনভর ঘেরাওয়ের পর মাঝরাতে ঘেরাও মুক্ত হয় বিশ্বভারতী। তবে এই ঘেরাও মুক্ত হলেও যদি পড়ুয়াদের দাবি-দাওয়া না মেনে তাহলে রবিবার থেকে লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিশ্বভারতীর পড়ুয়ারা।

আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের দাবি, স্নাতক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত ভর্তিতে সমস্ত বিভাগে অভ্যন্তরীণ সংরক্ষণ চালু থাকলেও একমাত্র কৃষিবিজ্ঞান বিভাগে তা নেই। তাই অবিলম্বে কাউন্সিলিং বন্ধ করে অভ্যন্তরীণ পড়ুয়াদের আগে ভর্তি নিতে হবে।

শুক্রবার সকাল থেকেই বিশ্বভারতীর পল্লী শিক্ষাভবনের পড়ুয়ারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় অফিস, উপাচার্য দপ্তর ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। তাদের দাবি তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারণে এম এ কোর্সে ভর্তি হতে পারছে না। কারণ অন্যান্য যে সব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে সেখানে আভ্যন্তরীণ সংরক্ষণ গুইন্টার্নাল কোটাপ্ল চালু রয়েছে। কিন্তু বিশ্বভারতীর পল্লী শিক্ষাভবনে কোন ইন্টার্নাল কোটা নেই। ফলে তাদের বিশ্বভারতী ও বাইরে ভর্তি হতে সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

মূলত বিশ্বভারতীর কৃষি বিজ্ঞান বিভাগের আই সি এ আর পরীক্ষার মেধা তালিকা প্রকাশ না হওয়ার কারণে শুক্রবার বেশকিছু দাবি-দাওয়া নিয়ে কৃষি বিজ্ঞান বিভাগের পড়ুয়ারা সেন্ট্রাল অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। সেই বিক্ষোভ চলে মধ্যরাত পর্যন্ত। মাঝে পড়ুয়াদের সাথে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ আলোচনা করে জানায় তাদের দাবি-দাওয়া গুলি শনিবার দুপুর দুটোর সময় কর্তৃপক্ষের বৈঠকে আলোচনা করা হবে। সেই বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে পড়ুয়াদের।

অন্যদিকে, পড়ুয়ারা জানিয়েছেন, আমরা কর্তৃপক্ষের আশ্বাস মতো তাদের আজ ঘেরাও মুক্ত করেছি। সেই হিসাবে তাদেরও আমাদের বিষয়টি আলোচনা করে দেখা উচিত। যদি সে ক্ষেত্রে আমাদের দাবিদাওয়া মেনে নেওয়া হয় তাহলে ঠিক আছে। অন্যথায় আমরা আবার লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভে নামবো।

বিশ্বভারতীর পড়ুয়াদের এই হুঁশিয়ারি পরে স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে বিশ্বভারতী উত্তেজিত হওয়ার একটা সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।

## গোমতি জেলায় মসজিদে ভাংচুরের বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত খবর ভুয়া

**আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।।** ত্রিপুরার গোমতি জেলার কাকরাবন এলাকায় একটি মসজিদ ভাঙচুর ও ভাঙচুরের খবর প্রচারিত হয়েছে। এই সংবাদগুলি ভুয়া এবং সত্যের সম্পূর্ণ ভুল উপস্থাপন। কাকরাবনের দরগাবাজার এলাকার মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি এবং গোমতি জেলার ত্রিপুরা পুলিশ শান্তি ও শান্তি বজায় রাখতে কাজ করছে।সাম্প্রতিক অতীতে ত্রিপুরায় কোনো মসজিদের কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোনো খবর পাওয়া যায়নি। কিছু সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে অভিযোগ হিসাবে এই ঘটনায় সাধারণ বা গুরুতর আঘাত বা ধর্ষণ বা কোনও ব্যক্তির মৃত্যুর কোনও রিপোর্ট নেই। জনগণকে শান্ত রাখা উচিত এবং এই ধরনের ভুয়া রিপোর্ট দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, মহারাষ্ট্রে ত্রিপুরা সম্পর্কিত জাল খবরের ভিত্তিতে সহিংসতা এবং অস্বস্তিকর বক্তব্যের খবর পাওয়া গেছে যা শান্তি ও সম্প্রীতিকে বিঘ্নিত করার লক্ষ্যে। এটা খুবই উদ্বেগজনক এবং সব মূল্যে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়।

## দিল্লিতে দূষণের জেরে তড়িঘড়ি একগুচ্ছ বড় সিদ্ধান্ত কেজরিওয়াল সরকারের

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর (হি.স) : রাজধানী দিল্লিতে দূষণ। শ্বাস-প্রশ্বাস চালানোই দায় হয়ে গিয়েছে। ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনা। এরপরই দিল্লির দূষণ নিয়ন্ত্রণে তৎপর কেজরিওয়াল সরকার। শনিবার এক জরুরি বৈঠক করে জারি করা হল একগুচ্ছ নির্দেশিকা।

সোমবার থেকে এক সপ্তাদের জন দিল্লির সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখার পাশাপাশি দূষণের জেরে দিল্লির সরকারি কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজের নির্দেশ দিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এক সপ্তাহের জন্য এই ওয়ার্ক ফর্ম হোম জারি থাকবে। সম্ভব হলে বেসরকারি সংস্থাগুলোকেও তাঁদের কর্মীদের ওয়ার্ক ফ্রম হোমে পাঠানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জরুরি দরকার ছাড়া বাড়ি থেকে না বের হওয়ার এবং স্কুল বন্ধ রাখারও নির্দেশ জারি করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। তবে চালু থাকবে ভার্চুয়াল ক্লাস। ১৪ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত সমস্ত ধরনের নির্মাণ কার্যও বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দূষণ নিয়ে শনিবারই কেন্দ্র ও দিল্লি সরকারকে ভর্ৎসনা করেছে শীর্ষ আদালত। পরিস্থিতি সামাল দিতে কী পরিকল্পনা? প্রশ্ন করেন প্রধান বিচারপতি এনভি রামানার। প্রতি বছরই নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে মাথাব্যথার কারণ দাঁড়ায় দিল্লির দূষণ। রাস্তাঘাটে বের হওয়ায় মুশকিল হয়ে যায়। এই অবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ চেয়ে একটি মামলা দায়ের হয়। সেই মামলায় প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, পরিস্থিতি ভয়াবহ। ঘরের মধ্যেও মাস্ক পরে থাকতে হচ্ছে। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ৫০০ পয়েন্টে পৌঁছে গিয়েছে।

## দিল্লির সাকেত আদালত বিল্ডিংয়ে লিফটম্যানের মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): দিল্লির সাকেত আদালত কমপ্লেক্সের একটি সাত-তলা বহুতলে রহস্যজনক মৃত্যু হল একজন লিফটম্যানের। শনিবার সকালের ঘটনা। বহুতলের ফায়ার এগজিট সিঁড়ির কাছে ওই লিফটম্যানের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন একজন সাফাই কর্মীর। তিনি থানায় খবর দেন। মৃতের নাম-যোগেশ কুমার (৩১)। তাঁর বাড়ি উত্তর প্রদেশের আলিগড় জেলায়। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ দিল্লির দক্ষিণপুরী এলাকায় থাকতেন। বিগত ৪ বছর ধরে স্বস্তিক ইলেক্ট্রোটেক প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে কাজ করতেন স্বস্তিক।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, যোগেশ নিয়মিত মাধ্যপান করতেন। বিগত ৩-৪ দিন তিনি কাজেও যাননি। সময়মতো তিনি কাজেও যেতেন না। ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (দক্ষিণ) বেনিতা মেরি জাইকার জানিয়েছেন, লিফ অপারেটরের কাজ থেকে ছাড়িয়ে অন্য কাজে দেওয়া হয়েছিল জোগেশকে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য এইমস-এ পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

## ভারী বৃষ্টিতে ভিজল কেরল, দক্ষিণের জেলাগুলিতে "কমলা" ও "হলুদ" সতর্কতা

তিরুবনন্তপুরম, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): বৃষ্টি দুর্ভোগ কেরলের পিছু ছাড়ছেই না। দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কেরল ফের ভারী বৃষ্টিতে ভিজল। শুক্রবার রাত থেকে ভারী বৃষ্টি হয় তিরুবনন্তপুরম-সহ কেরলের বিভিন্ন জেলায়। পাশাপাশি কেরলের দক্ষিণের জেলাগুলিতে "কমলা" ও "হলুদ" সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। তিরুবনন্তপুরম, কোল্লাম, পত্তনমতিট্টা, আলাপ্পুঝা, কোট্টায়াম ও ইদুক্কি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

"হলুদ" সতর্কতা জারি করা হয়েছে এর্নাকুলাম, ত্রিসূর, পলাক্কড়, মালাপ্পুরম, কোঝিকোড়, কান্নুর, ওয়ানাড ও কাসারগড় জেলায়। ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত কেরলের বিভিন্ন জেলায় বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন জানিয়েছেন, দক্ষিণের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভূমিধস ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় জরুরি ত্রাণ শিবির খোলা হবে।

## রাশিয়ায় ৯-কোটির ঊর্ধে সংক্রমণ, মৃত্যু-মিছিল বাড়ছেই

মস্কো, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্তে রাশ টানাই যাচ্ছে না রাশিয়ায়। মারণ এই ভাইরাসের প্রকোপে মৃত্যু-মিছিল প্রতিদিনই বাড়ছে রাশিয়ায়। রাশিয়ায় বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১,২৪১ জন রোগীর। নতুন করে ১ হাজার ২৪১ জনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় এখনও পর্যন্ত করোনার বলি হয়েছেন ২৫৪,১৬৭ জন। মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯,২৫৬ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯,০৩১,৮৫১ জন। ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৭,৭৫৪,৭৬৪ জন।

## অস্ট্রেলিয়ায় সমুদ্রে ভেঙে পড়ল ছোট বিমান, প্রাণে বাঁচলেন পাইলট ও যাত্রী

সিডনি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): ইঞ্জিন বিকল হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় সমুদ্রে ভেঙে পড়ল যাত্রিবাহী একটি ছোট বিমান। তবে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। অবিশ্বাস্যভাবে প্রাণে বাঁচলেন ওই বিমানের পাইলট ও এক জন যাত্রী। অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বিমান সমুদ্রে ভেঙে পড়ার আগেই তাঁরা দু'জন জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে প্রাণে বাঁচেন। শনিবার স্থানীয় সময় দুপুর সাড়ে ৩টে নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে পুলিশ জানিয়েছে, ইঞ্জিন বিকল হওয়ার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তীব্র গরম থেকে রেহাই পেতে পারথ শহরের সমুদ্র সৈকতে তখন স্নানে মত্ত ছিলেন স্থানীয়রা। সেই সময় তাঁদের চোখে ধরা পড়ে বিমান ভেঙে পড়ার ওই দৃশ্য। সমুদ্র সৈকত থেকে মাত্র ২০ মিটার দূরে ঘটনাটি ঘটায় সহজেই সাঁতরে পাড়ে পৌঁছতে পেরেছেন বিমানের পাইলট ও ওই যাত্রী।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০১৮ সালে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একই ভাবে ভেঙে পড়েছিল পাপুয়া নিউ গিনির একটি বিমান। সে বারও বরাতজোরে প্রাণে বেঁচেছিলেন ৪৭ জন যাত্রী।—হিন্দুস্থানসমাচার/ কাকলি

## ঠাণ্ডায় কাবু কাশ্মীর উপত্যকা, মরশুমের শীতলতম রাত শ্রীনগরে

শ্রীনগর, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় কাঁপছে কাশ্মীর উপত্যকা। প্রবল ঠাণ্ডায় রীতিমতো জমে গিয়েছে লেহ, গুলমার্গ। শুক্রবার রাত ছিল শ্রীনগরে এখনও পর্যন্ত মরশুমের শীতলতম। কাশ্মীরের অধিকাংশ স্থান এখন হিমাঙ্কের নীচে। শুক্রবার রাতে শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। লেহ-র সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং গুলমার্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। লাদাখের লেহ শহর ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গিয়েছে। কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে দ্রাস। জম্মু-কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আপাতত ঠাণ্ডার কামড় বজায় থাকবে কাশ্মীর উপত্যকা ও লাদাখে। আগামী ১৯ নভেম্বর অবধি এমনই থাকবে আবহাওয়া।

## করোনা-প্রকোপ নিম্নমুখী দিল্লিতে, মৃত্যু ও সংক্রমণ উভয়ই নিয়ন্ত্রণে

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণের হার নিরন্তর কমছে। আরও স্বস্তির বিষয় হল, বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়নি কারও, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৫৬ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৩৮৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৫ হাজার ৯৩ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৪ লক্ষ ১৪ হাজার ৯৩৪ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৬৬ জন। শনিবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৬১ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় মোট করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে ৫,৮৪,৮৩।

## হরিয়ানার ৭-৮টি স্টেশনে বিস্ফোরণের হুমকি! কঠোর নিরাপত্তা সর্বত্র

রেওয়ারি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়া হতে পারে হরিয়ানার রেওয়ারি-সহ ৭-৮টি রেল স্টেশন। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির থেকে এমনই তথ্য পাওয়ার পর হরিয়ানার বিভিন্ন রেল স্টেশনে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। সন্দেহ হওয়ায় যাত্রীদের ব্যাগ ও অন্যান্য সামগ্রী খতিয়ে দেখা হয়েছে। রেওয়ারি-সহ হরিয়ানার প্রায় সমস্ত স্টেশনেই বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা।

শনিবার রেওয়ারি স্টেশনের আরপিএফ ইন্সপেক্টর প্রদীপ কুমার জানিয়েছেন, রেওয়ারি-সহ হরিয়ানার ৭-৮টি রেল স্টেশন বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির থেকে এমনই তথ্য পাওয়ার পর হরিয়ানার বিভিন্ন রেল স্টেশনে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। যাত্রী ও তাঁদের সঙ্গে থাকা লাগেজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে।

## কানপুরে প্রকোপ বাড়ছে জিকা ভাইরাসের, সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৯০

কানপুর, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের কানপুরে জিকা ভাইরাসের প্রকোপ বেড়েই চলেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় কানপুর শহরে আরও ৩০ জনের শরীরে জিকা ভাইরাসে সন্ধান মিলেছে। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট সংক্রমিতের সংখ্যা ছুঁয়েছে ৯০। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩১ জন। গত ২৩ অক্টোবর প্রথম জিকা ভাইরাসে আক্রান্তের হদিশ মেলে কানপুরে। আক্রান্ত হয়েছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার এক ওয়ারেন্ট অফিসার। এরপরই কানপুরের বায়ুসেনা ঘাঁটির আশপাশের এলাকায় থাকা বিভিন্ন মানুষের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। পরীক্ষার পর ৩০ জনের শরীরে জিকা ভাইরাসের অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

শনিবার কানপুর শহরের প্রধান মেডিকেল অফিসার ডাঃ নেপাল সিং বলেছেন, শুক্রবার কানপুর শহরে ৩০ জনের শরীরে জিকা ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। ইতিমধ্যেই ৩১ জন সুস্থ হয়েছেন, তাঁদের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। বর্তমানে কানপুরে জিকা ভাইরাসে সংক্রমিত মোট সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৯০। কানপুর প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন এলাকা স্যানিটাইজ করা শুরু হয়েছে। গর্ভবতী মহিলা এবং জ্বরে আক্রান্তদের চিহ্নিত করে তাঁদের পরীক্ষা করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, জিকা মশাবাহিত ভাইরাস। মূলত ইডিস মশার থেকে মানুষের শরীরে ছড়ায় এই ভাইরাস। কেউ একবার সংক্রমিত হলে তাঁকে মশার কামড় থেকে দূরে থাকতে হবে। কারণ তাঁর থেকেও মশার কামড়ের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে সংক্রমণ। অর্থাৎ, মশার কামড় এড়ানোই এই ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়ার এক মাত্র উপায়।

## যোগী নয়, যোগ্য সরকার প্রয়োজন উত্তর প্রদেশে : অখিলেশ যাদব

লখনউ, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশে যোগী সরকারের আর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হল যোগ্য সরকারের। বললেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব। শনিবার গোরক্ষপুরে রথযাত্রার আয়োজন করে সপা। সেই অনুষ্ঠানের ফাঁকে অখিলেশ বলেছেন, 'যোগী সরকার নয়, উত্তর প্রদেশে প্রয়োজন একটি যোগ্য সরকার। এমন একজনকে চাই যে ল্যাপটপ, ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন, মুখ্যমন্ত্রী তো ল্যাপটপও চালাতে পারেন না।'

অখিলেশ আরও বলেছেন, 'উন্নয়ন নয়, বিজেপি ধ্বংসের রাজনীতি করে। বিজেপি জনগণকে ধোঁকা দিয়েছে। কেউ যদি আজমগড়ের সম্মানহানি করে থাকে সেটা হল বিজেপি। যেভাবে তাঁরা একজন ব্যবসায়ীকে হত্যা করেছে তা জেলার সম্মানকে নষ্ট করেছে।

লিগ্যাল সার্ভিস অর্থরিটি উদ্যোগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে আগরতলায়। ছবি ঃ নিজস্ব।

# হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

## চোখের পলক কেন ফেলি?

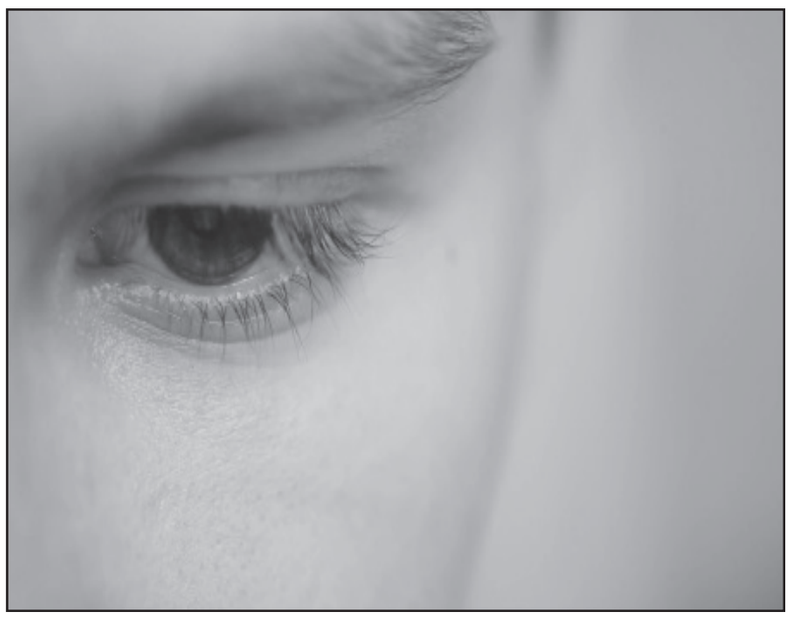

গবেষণায় দেখা গেছে, ঘুম থেকে জাগার পর থেকে ফের ঘুমাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত পুরো সময় অধিকাংশ মানুষ প্রতি মিনিটে ১০ থেকে ২৫ বার চোখের পলক ফেলে। অর্থাৎ ঘন্টায় চোখের পলক ফেলে ১,২০০ বার। কিন্তু অমরা অনেকেই জানি না, চোখ খোলা বা বন্ধ থাকলে কি হয়!

চোখের মণি পরিষ্কার এবং চোখেরআদ্রতা ধরে রাখতে আমরা পলক ফেলি। এর বাইরেও কিছু শারীরিক এবং মানসিক বিষয় খুঁজে বের করেছেন গবেষকরা।

দৃস্টি সুনির্দিষ্ট করতে

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার একটি গবেষণায় উঠে এসেছে কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ ধরে রাখতে আমরা চোখের পলক ফেলি। এতে আমাদের দৃষ্টি সুনির্দিষ্ট হয়। 'আমাদের চোখের পেশিগুলো তেমন সতর্ক নয়। ক্রমাগতভাবে আমাদের চোখ বাইরে থেকে তথ্য নিয়ে মস্তিষ্কে পাঠায়। পলক ফেললে কোনো বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নির্দিষ্ট হয়" বলেন প্রধান গবেষক গেরিট মস।

তিনি আরও বলেন, গবেষণায় দেখা গেছে চোখের পলক ফেলার আগে এবং পরে আমাদের দৃষ্টিতে পার্থক্য হয়। একই সঙ্গে কোনো বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ নির্দিষ্ট হয়।

তথ্য সমন্বয় করতে

একটু পেছনের কথা, গত বছরের আগস্ট মাসে জার্মানির এক বিজ্ঞানী সম্পূর্ণ নতুন একটি বিষয় আবিষ্কার করেন আমাদের চোখের নড়াচড়ায় মস্তিষ্ক তথ্য সমন্বয় করে। বিষয়টি এতোদিন সম্পূর্ণ অজানা ছিলো আমাদের কাছে।

পরিবর্তন লক্ষ্য করতে

চোখের পলক ফেলার পরই আমরা নতুন বিষয় লক্ষ্য করি। পলক ফেললে আমাদের স্নায়ুতে নতুন সংকেত যায়। এভাবে আমাদের সামনে থাকা বিষয়গুলোর মধ্যে নতুন কিছু লক্ষ্য করি আমরা, যা হয়তো সামনে থাকার পরও লক্ষ্য করা হয়নি।

## শিম চাষ: বীজ বপনের উপযুক্তসময়

শীতকালে দেশি শিম খুবই জনপ্রিয় সবজি শীত মরশুমের শুরুতেই সরবরাহ কম থাকায় দাম চড়া থেকে আমিষসমৃদ্ধ দেশি শিম একটি গুরুত্বপূর্ণ শীতকালন সবজি এটি পুষ্টিকর , সুস্বাদু ও অত্যন্ত জনপ্রিয় শিমের কচি শুঁটির বীজে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও শ্বেতসার থাকে বলে খাদ্য হিসেবে খুব উপকারী। তাছাড়া এতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন 'এ', 'বি' ও 'সি' থাকে। আমাদের দেহের পুষ্টিসাধনে এসব পুষ্টি উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

শিম সব ধরনের মাটিতেই চাষ করা যায়। তবে দো আশ বা বেলে দো আশ মাটি দেশি শিম চাষের জন্য বেশি উপযোগী। জল জমে না এমন উঁচু জমি শিম চাষের জন্য বেছে নেওয়া ভাল।

উপযোগী জমি ও মাটি : প্রায় সব ধরনের মাটিতে শিম চাষ করাযায়। তবে দোষ আশ ও বেলে দো আশ মাটিতে এর ফলন সবচেয়ে ভাল হয়।

জাত নির্বাচন ঃ শিমের বিভিন্ন জাতের মধ্যে ঘৃতকাঞ্চন, নলডক, আশ্বিনা, কার্তিকা, নলডক, হাতিকান, বৌকানী , রূপবান , বারি শিম- বারি শিম ২, বারিশিম ৩, বারি শিম ৪, ইপসা -১ ও ইপসা ২ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বীজ বপনের সময় ঃ আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগ: দেশি শিম প্রধানত মাদা প্রথায় বসতবাড়ির আশে পাশে পুকুরপাড়ে, পথের ধারে ও জমির আইলে চাষ করা হয়। তবে চাষ করা হলে ১ মিটার সারিকরে প্রতি সারিতে ৫০ সেমি পর পর ৪৫ সেমি লম্বা, ৪৫ সেমি চওড়া ও ৪৫সেমি গভীর করে মাদা তৈরি করতে হয়। তারপরপ্রতি মাদার মাটির সঙ্গে ১০ কেজি পচা গোবর, ১৫০ গ্রাম টিএপি ও ১০০ গ্রাম এসওপি সার ভালোভাবে মিশিয়ে মাদা ভরাট করতে হবে । বীজবপনকালে বর্ষাথাকে, তাই মাদায় যাতে জল না জমে সে জন্য জমির সাধারণ সমলত হতে মাদার ভরাটি মাটি ৫ সেমি পরিমাণ উঁচু রাখতে হয়।

বীজ বপন ঃ মাদায় সার প্রয়োগের ৮-১০ দিন পর প্রতি মাদায় দুই তিনটি বীজ ফাঁক ফাঁক করে ২.৫ - ৩.০ সেমি গভীর বপন করতে হয়। চারা গজানোর১০-১২ দিন পর প্রতি মাদায় দুটি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলি উঠিয়ে ফেলতে হবে। বীজ বপনের আগে ২৪ ঘন্টা জলে ভিজিয়ে নিলে তাড়াতাড়ি চারা গজায় এক শতক বা ৪০ বর্গমিটার জমিতে ৪০ গ্রামশিম বীজের প্রয়োজন হয়।

পরবর্তী পরিচর্যা ঃ শিমের চারা ও তার আশপাশের আগাছা নিড়ানি দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে নিড়ানি দিয়ে চারার গোড়ারমাটি খুঁচিয়ে আলাদা ও ঝুরঝুরে করে রাখতে হবে। শিমের খরা সহ্য করার মতো থাকলে ও বৃষ্টির অভাবে মাটিতে রসের ঘাটতি হলে জল সেচ দিতে হবে।

উপরি সার প্রয়োগ: শিমের জমিতে সার উপরি প্রয়োগের কাজ দুই কিস্তিতে করতে হয় প্রথম কিস্তি চারা গজানোর এক মাস পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি গাছে দুই চারটি ফুল ধরার সময়। প্রতি কিস্তিতে মাদা প্রতি ২৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ২৫ গ্রাম এমওপি সার গাছের গোড়ার চারদিকে উপরি প্রয়োগকরে মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের সময় মাটিতে রসের অভাব হলে ঝাঁঝরি দিয়ে জল সেচ দিতে হবে।

মাচা ও বাউনি দেওয়া ঃ শিমগাছ বাওয়ার সুযোগ যত বেশি পায়, ফলন তত বেশি হয়। তাই শিমগাছ যখন ১৫-২০ সেমি লম্বা হবে তখন গাছের গোড়ার পাশে বাঁশের ডগা (কঞ্চিসহ) মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। এ ঝড়েশিমগাছ পড়ে ভালো ফুল ও ফল দিতে পা।

রোপণের আগে পরে করণীয় ও পরিচর্যা ঃ আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত দেশি শিমের বীজ বপন করার সময়। যে মাসেই বীজ বপন করা হোক, অগ্রহায়ণের শেষ বা কার্তিক শুরুর আগে কোন গাছেই ফুল ও ফল ধরে না, ব্যতিক্রম বারমাসী জাত। দেশি শিমে যেহেতু আগাম, মাঝরি ওনারী জাত আছে, তাই জাতের সঠিক তথ্য নাজেনে চাষ করলে সময়মতো ফলন পাওয়া যায় না। দেশি শিম ক্ষেত ছাড়াও বসতবাড়ির দেওয়ালের পাশে, আঙিনার ধারে ছোট মাচায়, ঘরের চালে পুকুর ও রাস্তার ধারে এবং ক্ষেতের আইলে চাষ করা যায়। ক্ষেতে চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে ঝুরঝুরে ও সমান করে নিতে হয়। এরপর ১০ ফুট দূরত্বে সারিকরে সারিতে ৫ ফুট পর পর গর্তবা মাদা তৈরি করতে হয়। দেড় ফুট চওড়া ও দডড়েদ ফুট গভীর গর্তুখুড়ে গর্তের মাটির সঙ্গে ১০ কেজি জৈব বা গোবর সার, ৫০ গ্রম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ৫০ গ্রাম এমওপি সার মিশিয়ে ৬ থেকে ৭ দিন রেখে দিতে হয়।

শিমের রোগ বালাই: পাতার রোগ : দেশি শিমের পাতায় কালো দাগ ও ফোস্কা পড়া দেখা দিলে মেনকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়। আর পাতায় হলুদ মোজাইকরোগ হলে গাছটি তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। রোগটি হয় জ্যাসিড বা সাদা মাছির কারণে।এজন্য অন্যান্য সুস্থ গাছে ইমিডাক্লোরপিড বা ফেনথিয়ন গ্রুপের কীটনাশন স্প্রেকরে জ্যাসিড বাসাদামাছি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

গোড়া ও শিকর পচা রোগ:শিকর পচা রোগ হলে আক্রান্ত গাছ তুলে বাকি গাছে ও মাটিতে ভাল করে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হয়। শিমের গোড়া ও শিকড়পচা রোগ সাধারণত বর্ষার শুরুতে বা অতি বর্ষণের ফলে গোড়ায় জল জমলে হয়।তবে মাঝেমাঝে আবহাওয়ারআর্দ্রতা বেড়ে গেলে ও উচ্চ তাপমাত্রায় গোড়াপচারোগের প্রকোপ বাড়ে গাছের বৃদ্ধির যে কোন অবস্থাতেই এ রোগ হতে পারে মাটির ঠিক ওপরে গাছের কাণ্ডে লালচে বাদামি দাগ পড়ে ধীরে ধীরে এইদাগ বিস্তার লাভ করে বেশি হলে শিকড়েও ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত অংশ আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়,ফলে গাছ দুর্বল হয়। ফলন কম হয়। কখনো কখনো গাছগুলো মরেও যেতে পারে। চারা অবস্থায় আক্রান্ত হলে চারা মারা যায়। মরিচা রোগ: দেশি শিমগাছের বয়স্ক অবস্থায় মোজাইক বা মরিচা রোগ দেখা যায়। এটি ছত্রাকঘটিত রোগ। মাঘ মাসের শুরুর দিকে বিশেষ করে এ সময় দু-এক পশলা বৃষ্টি হলে বা বেশিকুয়াশা হলে এই রোগদেখা দেয়।শিমগাছের পাতায় বিশেষ করে নিচের দিকের পুরনো পাতায়, কাণ্ডে ও ডগার বা কখনো কখনো শুঁকিয়ে মরিচা রোগের আক্রমণ দেখা যায়। এর আক্রমণে ছোট ছোট বাদামি ধূসর রঙের দাগ পড়ে পাতায়। পরে দাগগুলো আকারে বাড়। পরে দাগগুলো আকারে বাড়ে, গোলাকার বা কোণবিশিষ্ট হয় এবং গাঢ় বাদামি রং ধারণ করে শেষে বড় দাগগুলো কালো রঙে রূপান্তরিত হয়।

## মৃত্যুর কারণ হতে পারে মোবাইলের ওয়াইফাই!

রাতে ঘুমানোর সময় মোবাইলটা হয় বিছানা থেকে কিছুটা দূরে রাখবেন বা সেটা বন্ধ করে রাখবেন। কেননা, চালু মোবাইলের ওয়াইফাই বিকিরণ ভয়ঙ্কর ক্ষতির করণ হতে পারে। সম্প্রতি উত্তর জাটল্যান্ডের নবম শ্রেণির একদল ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন রকমের শাকের বীজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে, চালু মোবাইলের ওয়াইফাই বিকিরণ প্রাণের পক্ষে চরম ক্ষতিকারক। তা মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে।পরীক্ষার ফলাফলে যথেষ্টই উতসাহিত ইংল্যান্ড, হল্যান্ড ও সুইডেনের গবেষকরা। এ ব্যাপারে আরও গবেষণা চালাতে চেয়েছেন স্টকহলমের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউটের বিশিষ্ট গবেষক ওলে জোহানসন। তিনি বেলজিয়ান অধ্যাপক মারি-ক্লেয়ার কামার্তকে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষাটা আবার করতে চেয়েছেন। পরীক্ষাটা যারা চালিয়েছে সেই ছাত্রছাত্রীদের অন্যতম লি নিয়েলসন জানিয়েছেন, ৪০০ রকমের শাকের বীজের ওপর তারা পরীক্ষাটা চালিয়েছেন। দু''টি আলাদা ঘরে একই তাপমাত্রায় ৬টি ট্রেতে ওই শাকের বীজগুলিকে রাখা হয়েছিল। ১২ দিন ধরে ওই দু''টি ঘরে রাখা শাকের বীজগুলিকে সম পরিমাণ জল আর সূর্যালোক দেওয়া হয়েছিল তাদের বেড়ে ওঠার জন্য। তাদের মধ্যে শাকের বীজ রাখা রয়েছে এমন ৬টি ট্রে''কে রাখা হয়েছিল দু''টি ওয়াইফাই রাউটারের কাছাকাছি। সাধারণ মোবাইল ফোন থেকে যতটা বিকিরণ আসে, ওই ওয়াইফাই রাউটারগুলি থেকে বিকিরণ আসে ততটাই। ১২ দিন পর দেখা গেল, ওয়াইফাই রাউটারের কাছে রাখা শাকের বীজগুলি মোটেই বাড়েনি। তাদের বেশির ভাগই হয় শুকিয়ে গিয়েছে বা মরে গেছে। আর যে শাকের বীজ ভরা ট্রে''গুলির ধারে কাছে কোন ওয়াইফাই রাউটার ছিল না, সেগুলি খুব সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠেছে জল আর সূর্যালোক পেয়ে।নবম শ্রেণির যে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষাটা চালিয়েছে, তাদের আর এক জন ম্যাথিল্ডে নিয়েলসন বলেছেন, এটাই প্রমাণ করেছে, ওয়াইফাই বা মোবাইলের বিকিরণ প্রাণের পক্ষে কতটা বিপজ্জনক। তাই আমাদের পরামর্শ, ঘুমোতে যাওয়ার সময় হয় মোবাইল ফোনটা দূরে রাখুন বা বিছানায় রাখতে হলে সেটাকে বন্ধ করে রাখুন। না হলে তা মস্তিষ্ক বা শরীরের পক্ষে খুব বিপজ্জনক হতে পারে।

## ধূমপান শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়

সর্দিকাশি থেকে শুরু করে দাঁতের ক্ষয়, এমনকি হজমের সমস্যা ও ডায়ারিয়া, বাচ্চাদের নানা অসুখবিসুখের অন্যতম কারণ সিগারেটসহ তামাকের ধোঁয়া।

এমনকি এক বছরের কম বয়সী শিশুদের আচমকা মৃত্যুর অন্যতম কারণ হতে পারে বাবা অথবা বাড়ির বড়দের ধূমপান।

সিগারেট না টানলেও ফুসফুসের ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে। এ যেন অন্যের দোষে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেয়া।

সিগারেটের ধোঁয়া প্রবেশ করে শিশুদের শরীরে নানা অসুখবিসুখের সঙ্গে ক্যানসার ডেকে আনতে পারে।

সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে বড় হরফে ক্যানসারের কারণ লেখা থাকলেও ধূমপায়ীদের কেউই খুব একটা তোয়াক্কা করেন না। তাদের নিজেদের ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থ করে তুলছেন বাচ্চাদের। দু'চারটে নয়, সাত হাজার ক্ষতিকর রাসায়নিক পাওয়া গিয়েছে সিগারেট বিড়ির ধোঁয়ায়। এদের মধ্যে ১০০ টি অত্যন্ত ক্ষতিকর ৭০ টি কার্সিনোজেনিক, অর্থাৎ ক্যানসার ডেকে আনতে সিদ্ধহস্ত। গর্ভবতী মায়েদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা থাকলে গর্ভস্থ ভ্রূণ ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অনেক সময় গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে নির্ধারিত সময়ের আগেই সন্তান বেরিয়ে আসে। গর্ভবতী মায়ের সামনে যদি বাড়ির অন্য সদস্যরা সিগারেট টানেন, তাহলেও বাচ্চার সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকি অন্য ঘরে সিগারেটের ধোঁয়া টানলেও সন্তানসম্ভবার শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি থাকে।

সাইড স্ট্রিম বেশি ক্ষতিকর

সিগারেটের ধোঁয়া দুভাবে অধূমপায়ীর শরীরে প্রবেশ করে। সিগারেট টেনে ধোঁয়া ছাড়া হলে তা যখন অন্যজন বাতাসের সঙ্গে টেনে নেন, তাকে বলে মেন স্ট্রিম। আর সিগারেট জ্বালিয়ে রাখা আছে, তার থেকেধোঁয়া সরাসরি বাতাসের সঙ্গে টেনে নিলে তাকে বলে সাইড স্ট্রিম।

এই ধোঁয়ায় আরও বেশি কার্সিনোজেনিক , অর্থাৎ ক্যানসার উৎপাদনকারী বিষাক্ত রাসায়নিক থাকে। অত্যন্ত ক্ষতিকর এই ধোঁয়া ছোটদের ভয়ানক শারীরিক ক্ষতি করে। বড়রাও ক্ষতিগ্রস্ত হন।

শ্বাসনালি ও ফুসফুসের কষ্ট

লক্ষ করে দেখবেন, বাচ্চারা খুব দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়। তাই সিগারেট বিড়ির ধোঁয়া চট করে ওরা টেনে নেয়। শিশুদের শ্বাসনালি আকারেও অনেকটা ছোট। তাই নিজেদের অজান্তে বুক ভরে টেনে নেয় বাবা কাকা মামার মতো নেশাখোরদের ছেড়ে দেয়া বিষ ধোয়া।

সেকেন্ড হ্যান্ড স্মোকিংয়ের ফলে বাচ্চার অত্যন্ত সংবেদনশীল শ্বাসনালি আর ফুসফুস 'ইরিটেটেড' হয়ে পড়ে। শুরু হয় সর্দিকাশি । এ রকম চলতে থাকলে বারবার শ্বাসনালি ও ফুসফুসের প্রদাহ হয়ে ক্রনিক সর্দিকাশি, ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি ও নিউমোনিয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

যেসব শিশুর অ্যাজমা আছে, তামাকের ধোঁয়ায় তাদের বারবার অ্যাটাক হয়। অনেক সময় ইনহেলার বা ওষুধের কোনও কাজ হয় না। নিউমোনিয়ায় কাহিল হয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়ে। বাচ্চার ভোগান্তির শেষ থাকে না। হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করে রিলিফ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। বরাবরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শ্বাসযন্ত্র। আচমকা শেষ নিঃশ্বাস পড়ার ঝুঁকি থাকে

মা, বাবা অথবা বাড়ির অন্য সদস্যদের ধূমপানের কুপ্রভাবে এক বছরের কমবয়সী বাচ্চাদের আচমকা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থার শুরুতে মা ধূমপান করলে অথবা পরোক্ষভাবে সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে থাকলে এক বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে আকস্মিক মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গর্ভবতী নারী ধূমপায়ী হলে শিশুমৃত্যুর ঘটনা অধূমপায়ীদের থেকে ৫৮ শতাংশ বেশি। সুতরাং সাবধানতা নিতেই হবে।

নাক কান দাঁতের অসুখ থেকে ক্যানসার

সিগারেটের বিষ ধোঁয়া শুধুই যে ফুসফুসের বারোটা বাজায় তা নয়, শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিকল করে দিতে পারে। নাক কান গলায় সংক্রমণ, কানের ইউস্টেশিয়ান টিউবে বাধা, অটাইটিস মিডিয়া, মধ্য কর্ণের সংক্রমণ থেকে ক্রমশ বধির হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে।

কথা বলার সমস্যা তো হয়ই, মানসিক বিকাশও ব্যাহত হতে পারে। এছাড়া দাঁতের ক্ষয়, গন্ধের অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে লিউকোমিয়াসমেত নানা রক্তের অসুখ ও ক্যানসারে শঙ্কা বাড়ে।

বাড়ির বারান্দায় সিগারেট ধরালেও শিশুর ক্ষতি

নিকোটিনের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল শিশুর নিকটাত্মীয়েরা অনেক সময় বাড়ির বারান্দায় গিয়ে সিগারেট টেনে এসে বাচ্চাকে কোলে নেন। মনে রাখবেন, এর ফলেও শিশুর শরীরে সিগারেটের বিষ প্রবেশ করে।

ধূমপানের পর জামাকাপড়ে ও ধূমপায়ীর শরীরে বিষাক্ত রাসায়নিক থেকে যায় কমপক্ষে ঘন্টা চারেক। তাই বারান্দায় সিগারেট টানলেও বাচ্চার ক্ষতির পরিমাণ বহাল থাকে পুরোদমে।

## সুষম খাদ্যের মধ্যে কি ধরনের উপাদান থাকে

বাজার অনেক নানারকম ফল পাওয়া যায়। এনজাইম, মিনারেল, ভিটামিন, প্ল্যান্ট ফাইটোকেমিক্যালে ভরপুর ফল শরীরকে ভাল রাখতে সাহায্য করে। আজ আপনার সামনে উপস্থাপন করছি আমাদের চারপাশে পাওয়া যায় এমন কিছু ফলের পুষ্টিগুণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

সুষম খাবার কি?

যে খাদ্যে ভিটামিন, শর্করা, আমিষ, চর্বি, লবণ ও জলের এই ছয়টি উপাদান থাকে।

আমিষ বা প্রোটিন—

প্রোটিন, শ্বেতসার আর স্নেহ পদার্থ আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং এরা আমাদের শরীরের শক্তি বৃদ্ধি করে থাকে।

বাজারে ওষুধ আকারে বিভিন্ন খনিজ লবণ সমৃদ্ধ ও ভিটামিন ওষুধ কিনতে পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশীয় বিভিন্ন ফল ও শাকসবজি গ্রহণের মাধ্যমে এসব ভিটামিন ও খনিজ লবণ অতি সহজে, সুলভ মূল্যে গ্রহণ করাই বাঞ্চনীয়। কারণ শাকসবজি ও ফলমূল সরাসরি গ্রহণ করলে শরীরের পুষ্টি ও উপকারিতা বেশি পাওয়া যায়।

শর্করা বা শ্বেতসার —

শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাবারগুলো হচ্ছে চাল, আটা, ময়দা, আলু, গুড় চিনি ইত্যাদি।

স্নেহ বা তেলজাতীয় খাদ্য—

ঘি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি চর্বি বা স্নেহজাতীয় খাবার। ভিটামিন। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা রক্ষায় প্রয়োজন ভিটামিন। এই ভিটামিন আবার এ বি, সি, ডি কে এবং ইত্যাদি নামে পরিচিত। আর এসব ভিটামিন আমরা সহজেই সরাসরি গ্রহণ করতে পারি বিভিন্ন ফলমূল, শাকসবজি ও বিভিন্ন সুগন্ধি মসলাজাতীয় দ্রব্যের মাধ্যমে। দেশী ফলে এসব ভিটামিন প্রচুর রয়েছে। সাধারণ দেশীয় ফলে, যেমন— কলা, পেঁপে, পেয়ারা, বেল, আম, জাম কাঁঠাল প্রভৃতি ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল। খনিজ লবণ--- ক্যালশিয়াম সর্বাধিক পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ লবণ। ক্যালসিয়াম আমাদের হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত ও শক্তিশালী করে, ক্ষয়রোধ করে এবং আর্থ্রারাইটিস, বাত জাতীয় রোগের সাথে লড়াই করে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের ক্যালসিয়ামের অবদান অনস্বীকার্য। এছাড়াও আয়োডিন গলগন্ড, দুর্বলতা, স্তন ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করে থাকে। কডলিভার অয়েল, বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ, আয়োডিন মিশ্রিত খাবার লবণ হতে খুব সহজেই আয়োডিন পাওয়া যায়। কডলিভার অয়েলে আয়োডিন ছাড়াও আাছে একটি মূল্যবান উপাদান ভিটামিন এ যা অন্ধত্ব ও রাতকানা প্রতিরোধ করে। এছাড়া আরো আছে ক্যালশিয়াম যা শিসুদের হাড় ও দাঁত মজবুত করে।

জল— সব খাদ্যে কমবেশি জল থাকে। খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক ও শোষণ করতে জলের প্রয়োজন। জল রক্ত তরল রাখে এবং মলমূত্রের সাথে দূষিত পদার্থ দেহ থেকে বের করে দেয়। মানুষের দেহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জল। জলের অভাবে হজমে সমস্যা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়।

## প্রভাস ও রানার বিপরীতে দক্ষিণী ছবি দিয়ে অভিষেক হচ্ছে শাহরুখ পুত্র আরিয়ানের!

নিজস্ব প্রতিবেদন: শাহরুখ পুত্র আরিয়ান কবে ডেবিউ করছেন এনিয়ে বি-টাউনের জল্পনা চলছেই। শোনা যাচ্ছে হলিউড বা বলিউড নয়, আরিয়ান কেরিয়ার শুরু করতে চলেছেন দণী ছবির (টলিউড) হাত ধরে। পরিচালক গুণাশেখর এর পরিয়ড ফিল্ম ''হিরণ্যকশিপু'' ছবিতে দেখা যেতে পারে আরিয়ানকে।সুত্রের খবর, ''বাহুবলী''র পর ''হিরণ্যকশিপু'' ছবিটি দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডিস্ট্রির অন্যতম বিগ বাজেটের ছবি হতে চলেছে। ''বাহুবলী'' খ্যাত দুই তারকা প্রভাস ও রানা দগ্গুবাতিকে দুই কেন্দ্রীয় চরিত্রে দেখা যাবে এই ছবিতে। খুব সম্ভবত রানা দগ্গুবাতি ''হিরণ্যকশিপু''র চরিত্রে অভিনয় করবেন। পাশাপাশি, ''বাহুবলী'' খ্যাত গুই নায়িকা অনুষ্কা শেট্টি ও তমন্না ভাটিয়াকেও দেখা যেতে পারে এই ছবিতে। আর এই ''হিরণ্যকশিপু'' ছবিরই গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে শাহরুখ পুত্র আরিয়ানকে।

যদিও ছবির কাস্টিং নিয়ে এখনই মুখ খুলতে নারাজ পরিচালক গুণাশেখর। তাঁর কথায় অবশ্য, চরিত্রগুলির জন্য কোন কোন অভিনেতাকে বেছে নেওয়া হবে তিনি এখনও সেবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন নি।অন্যদিকে, ইতিমধ্যেই হলিউড ফিল্ম ''দ্যা লায়ন কিং''-এর হিন্দি ভার্সনের জন্য সিম্বার ভূমিকায় গলা দিয়েছেন শাহরুখ পুত্র আরিয়ান। সিম্বার বাবা মুফাসার জন্য গলা দিয়েছেন শাহরুখ। এই দুই গলা শুনে বাবা ও ছেলের গলার পার্থক্য করা দায় হয়ে উঠেছে দর্শকদের। আরিয়ানের গলাকেই অনেকে শাহরুখের গলা ভেবে ভুল করছেন।কিছুদিন আগে অবশ্য শোনা গিয়েছিল, হলিউডের কোনও সুপার হিরো জনারের ছবিতে দেখা যেতে পারে আরিয়ান খানকে। রংশো ব্রাদার্সের পরিচালনায় মার্ভেল সিরিজের কোনও ছবিতে আরিয়ানকে দেখা যেতে পারে।। এবিষয়ে শাহরুখ নিজেও হলিউডের বিভিন্ন প্রযোজকের সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁদেরকে ছেলের ছবি দেখিয়েছেন বলেও শোনা গিয়েছিল। যদিও আবার এও শোনা যাচ্ছে, শাহরুখের ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধু আরিয়ানকে সুপার হিরো ছবি দিয়ে ডেবিউ করতে নিষেধ করছেন। ত শোনা গিয়েছিল হলিউডের ছবিতে কাজ করতে আরিয়ান নাকি ভীষণভাবে ইচ্ছুক।

## বাচ্চাদের বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ, দৌড়

বাচ্চাকে শুধুই ঘাড় গুঁজে বইপড়াচ্ছেন? স্কুল টিউশনেই ব্যস্ত সন্তান? ভুল করছেন এতে আপনার বাচ্চার কোনও লাভই হচ্ছে না। ওকে দৌড় করান। শরীর থাকবে ঝরঝরে। বাড়বে বুদ্ধিও। বই, খাতা, স্কুলের ভারে ভারাক্রান্ত শৈশব। মাঠ, ঘাট, দমকা হাওয়ায় ভেসে যাওয়ার টান বাঁধা পড়ছে ইট কাঠ কংক্রিটের জঙ্গলে। বইথেকে মুখ তুললেই ছোটা ভীমের হাট করে খোলা জগৎ। সবুজ মাঠ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার সব উপকরণ চার দেওয়ালের অন্দরেই মজুত। পড়াশোনা ছাড়া কার্টুন এভাবেই আবার্তিত ছেলেবেলা, মেয়েবেলা। সবুজ ঘাসে পা ফেলার ফুসরত কই! ভুল হয়ে যাচ্ছে। বিরাট ভুল। দৌড়তে হবে। আরওবেশি। পা ফেলতে হবে মাটিতে। বই খাতার মুখ গুঁজে থাকলেই বুদ্ধি বাড়ে না। টিভির পর্দায় চোখ আটকে থাকলে আই কিউ বাড়ে না। বুদ্ধি বিকাশের একটাই পথ। দৌড়। বিশেষজ্ঞদের দাবি, সাধারণত ৮ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র বলে, একজন মানুষ খুব বেশি হলে তাঁর বুদ্ধির মাত্র ২ শতাংশ ব্যবহার করতে পারে। আমেরিকান দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং এর গবেষণা বলছে, দৌড়লে মানুষের শরীরের মাংসপেশি থেকে ক্যাথাপসিন বি নামে একটি প্রোটিন বেরোয়।

আগরতলা আনন্দময়ী কালী বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার। ছবি ঃ নিজস্ব।

## ফের বাড়ল মেয়াদ, ১৫ নভেম্বর অবধি পুলিশ হেফাজতেই সচিন ওয়াজে

মুম্বই, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): ফের বাড়ল পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ। আগামী ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে মুম্বইয়ের বরখাস্ত পুলিশ অফিসার সচিন ওয়াজে-কে। আন্টিলিয়া বোমাতঙ্ক মামলায় চলতি বছরের মার্চ মাসে গ্রেফতার করা হয়েছিল সচিনকে। তোলাবাজির মামলায় ধৃত তিনি।

শনিবারই শেষ হয় তাঁর পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ। এদিন মুম্বইয়ের বরখাস্ত পুলিশ অফিসার সচিন ওয়াজে-কে মুম্বইয়ের এসপ্ল্যানেড আদালতে তোলা হয়েছিল। সচিন ওয়াজে-কে আগামী ১৫ নভেম্বর (সোমবার) পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। উল্লেখ্য, সচিনের বিরুদ্ধে গোরেগাঁও থানায় তোলাবাজির মামলা দায়ের হয়েছে।

## দিল্লির বায়ু দুষণ নিয়ে জরুরি বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর (হি.স) : রাজধানী দিল্লিতে বায়ু দূষণ ঠেকাতে জরুরি বৈঠক ডাকলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। শনিবার সন্ধ্যা পাঁচটায় এই মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী সচিবালয় সূত্রে জানা গিয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া, স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জান, পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই এবং মুখ্যসচিব এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। শনিবার দিল্লিতে বায়ু দূষণ সংক্রান্ত একটি মামলায় শুনানিতে লকডাউনের বিকল্পের কথা উঠে আসে। প্রধান বিচারপতি এন ভি রমণা কেন্দ্রের কেঁসুলিকে বলেন, "পরিস্থিতি ক্রমশ গুরুতর হচ্ছে। আপনারা কী ভাবে মোকাবিলার কথা ভাবছেন? দু'দিনের জন্য লকডাউন করবেন?" দূষণ মোকাবিলায় আপৎকালীন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন তিনি। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সুপারিশ মেনে ইতিমধ্যেই পরিবহণ ব্যবস্থায় রাশ টানা-সহ বেশ কিছু পদক্ষেপ করতে সক্রিয় হয়েছে প্রশাসন। পাশাপাশি দূষণ মোকাবিলায় কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলার কথা বলা হয়েছে দিল্লিবাসীকে। বাইরে বেরলে গলায় স্কার্ফ এবং চোখের জ্বলানি কমাতে সানগ্লাস পরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এমনকি, ঘরে থাকাকালীনও প্রয়োজন বুঝে মাস্ক পরার কথাও বলা হয়েছে। দিল্লি দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সূত্রের খবর, প্রয়োজনে লকডাউন ঘোষণা করে যানবাহন এবং শিল্প-দূষণ নিয়ন্ত্রণেরও বিকল্প নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে।

## লাল হলুদ জার্সিতে প্রত্যাবর্তন প্রত্যাবর্তনের পথ খুঁজছেন অমরজিৎ

পানাজি, ১৩ নভেম্বর (হি.স) : ভারতের অন্যতম সেরা প্রতিশ্রুতিমান ফুটবলার অমরজিত সিং কিয়াম একরাশ প্রত্যাশা নিয়ে এবারে এসসি ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিতে চলেছেন। কিন্তু চোট-আঘাতই তাঁর কেরিয়ারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতের অনূর্ধ-১৭ দলের প্রাক্তন অধিনায়ক অমরজিত সিং কিয়াম। তাঁর নেতৃত্বেই দেশের মাঠে যুব ফুটবল বিশ্বকাপ খেলেছিল ভারত। কেরিয়ারের শুরুটা একেবারেই মসৃণ ভাবে হয়নি মণিপুরের এই ছেলের। ভারতের প্রতিশ্রুতিমান মিডফিল্ডার হিসেবেই দেখা হচ্ছিল তাঁকে। যদিও কেরিয়ারের এখনও লম্বা পথ বাকি। চোটের জন্য গত বছর এফসি গোয়ার জার্সিতে মাত্র ৬টা ম্যাচ খেলতে পেরেছিলেন। বছর দুয়েক আগে জামশেদপুর এফসির হয়ে বেশ কয়েকটা ম্যাচ খেলেন মণিপুরের এই মিডফিল্ডার। এসসি ইস্টবেঙ্গল থেকেই ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছেন অমরজিত।

## বিষাক্ততর হচ্ছে দিল্লির বাতাস, ধোঁয়াশা বাড়ল গুরুগ্রাম ও নয়ডাতেও

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): দীপাবলির পর থেকে শুরু, ক্রমেই বিষাক্ত থেকে বিষাক্ততর হচ্ছে দিল্লির বাতাস। দিল্লির বায়ু মান সূচক অর্থাৎ এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স আরও কিছুটা বেড়ে শনিবার ভোরে ৪৯৯-এ পৌঁছেছে। শুধুমাত্র দিল্লি নয়, শনিবার ঘন ধোঁয়াশার আস্তরণে ঢাকা পড়ে যায় হরিয়ানার গুরুগ্রাম, উত্তর প্রদেশের নয়ডা, মোরাদাবাদ। ধোঁয়াশা এতটাই বেশি ছিল যে স্পষ্টভাবে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

বায়ুদূষণের ফলে শ্বাসকষ্ট, চোখে জ্বালা অনুভব করেছেন অনেকেই। ইন্ডিয়া গেট থেকে লোধি গার্ডেন, রাজঘাট থেকে কুতুব মিনার দিল্লির সর্বত্রই এদিন ধোঁয়াশার আস্তরণ ছিল। প্রতি বছরই দীপাবলির পর এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় দিল্লিতে। বাজি পোড়ানো তো বায়ুদূষণের অবশ্যই বড় কারণ। তাছাড়া অনেকেরই মত, বাতাস বিষাক্ত হয়ে ওঠার মূলে রয়েছে প্রতিবেশী রাজ্যের কৃষি জমিতে খড়বিচালি পোড়ানো।

## সক্রিয় রোগী অনেকটাই নিম্নমুখী, ৫৫৫ বেড়ে ভারতে মৃত্যু ৪.৬৩-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে ওঠা-নামা করছে দৈনিক করোনা-সংক্রমণ, ফের ৫০০-র গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১১ হাজার ৮৫০ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৫৫৫ জনের। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১২,৪০৩ জন, ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৮.২৬ শতাংশ। ভারতে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৩৬,৩০৮-এ পৌঁছেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা কমেছে ১,১০৮ জন, যা ২৭৪ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ১১,৮৫০ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৪০ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন মাত্র ৫৮ লক্ষ ৪২ হাজার ৫৩০ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,১১,৪০,৪৮,১৩৪ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫৫৫ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৬৩,২৪৫ জন (১.৩৪ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ফের অনেকটাই বেড়েছে, শুক্রবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১২,৪০৩ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৩৮,২৬,৪৮৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.২৬ শতাংশ।

## তন্তুবায়ের শাড়ি পেয়ে উচ্ছাস প্রকাশ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): তন্তুবায়ের শাড়ি পেয়ে উচ্ছাস জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ফ্যাশনের যুগেও বাংলা সেই তাঁত শিল্পের জৌলুস এতটুকু ফিকে হয়নি। নিত্য নতুন বাহারি শাড়ির যুগেও মাথা উঁচু করে রাজত্ব করছে তাঁতশিল্প। তাঁতশিল্পীদের শিল্পকলা সর্বজনবিদিত। দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও এই তাঁত শিল্পের জুড়ি মেলা ভার। সাধারণ মানুষ থেকে সেলিব্রিটি কম বেশি সকলেই তাঁতশিল্পের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট। আর তাঁতশিল্পের প্রতি এই অমোঘ আকর্ষণ রয়েছে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। শনিবার ছবি-সহ প্রধানমন্ত্রী টুইটারে লিখেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার বীরেন কুমার বসাক বিশিষ্ট তন্তুবায়। তাঁর শাড়িতে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির নানা দিক ও ইতিহাসের নানা অধ্যায় ফুটিয়ে তোলেন। পদ্ম সম্মানে ভূষিতদের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় তাঁর থেকে পাওয়া উপহারে আমি আপ্লুত।" প্রসঙ্গত, অতি সম্প্রতি পদ্মশ্রী পেয়েছেন তাঁতশিল্পী বীরেন কুমার বসাক।

## আজমগড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি

আজমগড়, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের আজমগড়ে স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার আজমগড়ে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান থেকে স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিত শাহ এদিনের অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'সমাজবাদী পার্টির শাসনের সময় যে আজমগড় মৌলবাদী চিন্তাভাবনা ও সন্ত্রাসবাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিচিত ছিল, সেই আজমগড়ের মাটিতে মা সরস্বতীর ধাম নির্মাণের কাজ চলছে। আমরা ২০১৭ সালে নিজেদের ইস্তেহারে ঘোষণা করেছিলেন ১০টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করব। সেই ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। ৪০টি মেডিকেল কলেজ তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমরা, সেই প্রতিশ্রুতিও আমরা পূরণ করেছি।' উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের ভূয়সী প্রশংসা করে অমিত শাহ বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ অনেক পরিবর্তন করেছেন। আগে এখানে জাতপাত, পরিবারতন্ত্র ও তোষণের শাসন চলত, সবাই ন্যায়বিচার পেতেন না। যোগীজি জাতপাত, পরিবারতন্ত্র এবং তোষণ সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য কাজ করেছেন।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেছেন, '২০১৭ সালের আগে উত্তর প্রদেশ ছিল দেশের ষষ্ঠ অর্থনীতি, বর্তমানে উত্তর প্রদেশ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। রাজ্যের জিডিপি ১০,৯০,০০০ কোটি ছিল, বর্তমানে তা ২১,৩১,০০০ কোটি করার কাজ হয়েছে। উত্তর প্রদেশকে মাফিয়ারাজ থেকে মুক্ত করার কাজ করেছে যোগীজির সরকার। আজমগড় এর উদাহরণ। মাফিয়ারা এখন উত্তর প্রদেশ ছেড়েছে, এখানে এখন আইনের শাসন বিরাজমান।'

## এবার ভোপালে নামবদল, হবিবগঞ্জ স্টেশন হল রানি কমলাপতির নামে

ভোপাল, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): নাম বদলে ফেলা হল মধ্যপ্রদেশের ভোপালের হবিবগঞ্জ রেল স্টেশনের। হবিবগঞ্জ রেল স্টেশনের নতুন নাম রাখা হচ্ছে জনজাতীয় রানি, রানি কমলাপতি। আগামী ১৫ নভেম্বর নতুনভাবে সেজে ওঠা এই স্টেশনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পুনর্নির্মাণে খরচ পড়েছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা। বেশ কিছু সময় ধরে এই স্টেশনের নাম বদলের দাবি করছিল বিজেপি। হবিবগঞ্জ রেল স্টেশনের নাম বদলের জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানিয়েছিল মধ্যপ্রদেশ সরকার। সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। কেন্দ্র আবেদন মঞ্জুর করায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। শনিবার শিবরাজ জানিয়েছেন, 'ভোপালের হবিবগঞ্জ রেল স্টেশনের নাম জনজাতীয় রানি, রানি কমলাপতির নামে রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রানি কমলাপতি গোন্ড সমাজের গর্ব ছিলেন। তিনিই ছিলেন শেষ হিন্দু রানি।'

## দিল্লিতে দূষণ নিয়ে উদ্বিগ্ন শীর্ষ আদালত, কেন্দ্রের কাছে জবাব তলব

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লি এই মুহূর্তে মাত্রাতিরিক্ত দূষণের কবলে। শ্বাসকষ্ট থেকে চোখে জ্বালা, নানা ধরনের উপক্রম দেখা দিচ্ছে বায়ুদূষণের জন্য। বিষাক্ত থেকে ক্রমেই বিষাক্ততর হচ্ছে রাজধানীর বাতাস। এই দূষণ নিয়েই এবার উদ্বেগ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। বায়ুদূষণ নিয়ে একটি আবেদনের শুনানিতে শনিবার কেন্দ্রকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা বলেছেন, বায়ুদূষণ একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। বাড়িতেও মাস্ক পরতে হচ্ছে আমাদের। বায়ুদূষণ রুখতে কেন্দ্র কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে তা জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ১৫ নভেম্বর ফের শুনানি হবে, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে সেই দিন সর্বোচ্চ আদালতকে জানাতে হবে কেন্দ্রকে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দিল্লির বাতাস বিষাক্ত হয়ে ওঠার মূলে রয়েছে প্রতিবেশী রাজ্যের কৃষি জমিতে খড়বিচালি পোড়ানো। এদিন শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, খড়বিচালি পোড়ানোর জন্য ২ লক্ষ মেশিন রয়েছে এবং বাজারে ২-৩ ধরণের মেশিন পাওয়া যায় কিন্তু কৃষকদের সেগুলি কেনার সামর্থ্য নেই। কৃষকদের কেন এই মেশিনগুলি দিচ্ছে না কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার? দিল্লির বায়ু মান সূচক অর্থাৎ এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স আরও কিছুটা বেড়ে শনিবার ভোরে ৪৯৯-এ পৌঁছেছে। এই বায়ু মান সূচক কীভাবে ২০০-তে নিয়ে যাওয়া যায়, তা কেন্দ্রের কাছে জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। রাজনীতি ও সরকারের উর্ধে গিয়ে এ জন্য কেন্দ্রকে জরুরি ব্যবস্থা নিতেও বলেছে সর্বোচ্চ আদালত।

দিল্লির সরকারকেও এদিন একাধিক প্রশ্ন করেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত দিল্লি সরকারকে বলেছে, আপনারা সমস্ত স্কুল খুলেছেন এবং এখন শিশুরা দূষণের সংস্পর্শে আসছে। এটা কেন্দ্রের নয়, আপনার এক্তিয়ার। কী করছেন আপনারা? শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, খড়বিচালি পোড়ানো সমস্যার অংশ হতে পারে, কিন্তুঅন্যতম কারণ নয়।

# মণিপুরে আসাম রাইফেলসের কনভয়ে জঙ্গি হামলার কঠোর ভাষায় নিন্দা মুখ্যমন্ত্রী বীরেন এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথের

ইমফল, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : মণিপুরে আধা-সেনা ৪৬ আসাম রাইফেলসের কনভয়ের ওপর জঙ্গি হামলার কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিংহ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও আজকের জঙ্গি হামলায় নিন্দা করে টুইট করেছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং লিখেছেন, 'মণিপুরের চূড়াচাঁদপুরে আসাম রাইফেলসের কনভয়ের ওপর কাপুরুষোচিত হামলার ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং নিন্দনীয়। দেশ এক কমান্ডিং অফিসার ও তাঁর পরিবারের দুই সদস্য এবং পাঁচ সাহসী বীর সেনাকে হারিয়েছে। অপরাধীদের শীঘ্রই বিচারের আওতায় আনা হবে।' টুইটারে লিখেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ।

মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংহ তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'আজ চুরাচাঁদপুরে ৪৬ আসাম রাইফেল-এর একটি কনভয়ের ওপর কাপুরুষোচিত হামলার তীব্র নিন্দা করছি। ওই হামলায় আসাম রাইফেলসের কমান্ডিং অফিসার ও তাঁর পরিবার সহ কয়েকজন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে।'

টুইটারে মুখ্যমন্ত্রী আরও লিখেছেন, 'রাজ্য পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনী ইতিমধ্যেই জঙ্গিদের ধরতে তাদের কাজ শুরু করেছে। অপরাধীদের পাকড়াও করে বিচারের আওতায় আনা হবে।'

# গুজরাটির থেকে হিন্দি বেশি প্রিয়, মাতৃভাষা আমাদের গর্ব : অমিত শাহ

বারাণসী, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): সন্তানদের সঙ্গে মাতৃভাষায় কথা বলুন। মাতৃভাষায় কথা বলায় কোনও লজ্জা নেই। মাতৃভাষা আমাদের গর্ব। বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে অখিল ভারতীয় রাজভাষা সম্মেলনে অংশ নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'গুজরাটির থেকেও হিন্দি ভাষা আমার কাছে বেশি প্রিয়। রাজভাষাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে আমাদের।' এদিনের অখিল ভারতীয় রাজভাষা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও। অমিত শাহ এদিন বলেছেন, 'অখিল ভারতীয় রাজভাষা সম্মেলন দিল্লির বাইরে আয়োজন করার সিদ্ধান্ত আমরা ২০১৯ সালেই নিয়েছিলাম। করোনার জন্য দুই বছর আয়োজন করতে পারিনি আমরা, স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে এই নতুন শুভ সূচনায় আমি আনন্দিত।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিন বলেছেন, 'আগে হিন্দি ভাষার ক্ষেত্রে অনেক বিবাদ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সেই সময় এখন শেষ হয়েছে। সমগ্র বিশ্বে আমাদের ভাষাকে প্রতিস্থাপিত করার জন্য গর্বের সঙ্গে কাজ করছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। যে দেশ নিজস্ব ভাষাকেই হারিয়ে ফেলে, সেই দেশ নিজস্ব সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং মূল চিন্তাধারাও হারিয়ে ফেলে। যে সব দেশ নিজস্ব মূল চিন্তাধারা হারিয়ে ফেলে, সেই দেশ বিশ্বের প্রগতিতে অবদান রাখতে পারে না।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'দেশের নতুন শিক্ষানীতির অন্যতম প্রধান বিষয় হল, ভাষার সংরক্ষণ ও প্রসার এবং সরকারি ভাষার সংরক্ষণ ও প্রসার। নতুন শিক্ষানীতিতে সরকারি ভাষা ও মাতৃভাষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী যে নতুন পরিবর্তন এনেছেন, তা বদলে দেবে ভারতের ভবিষ্যৎ।' অমিত শাহের সংযোজন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের প্রশাসনের ভাষা স্বভাষা না হবে, ততক্ষণ গণতন্ত্র সফল হতে পারবে না। গণতন্ত্র তখনই সফল হতে পারে যখন প্রশাসনের ভাষা হবে স্বভাষা, সরকারি ভাষা।'

# বাইক কিনে হয়রানির শিকার এক ভোক্তা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ নভেম্বর।।** কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে বাইক কিনে হয়রানির শিকার এক যুবক। হয়রানি তাকে পিছু ছাড়ছে না। উদয়পুর মহকুমা রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত মহারানী আউট পোষ্টের এক ক্ষুদ্র ব্যসবসায়ী ব্যবসা করার জন্য বহু কষ্টে নিকট আত্মীয় থেকে ঋণ নিয়ে উদয়পুর রমেশ চৌমুনী এলাকার সেনগুপ্ত মোটরসথেকে একটি বাইক ক্রয় করেন। প্রতারিত এই যুবকের নাম বিশ্বজিৎ দেব। গত ৪ ঠা নভেম্বর বাজাজ ফাইন্যান্স থেকে ৬০ হাজার ৫৪০ টাকা ডাউন পেমেন্ট দিয়ে সেনগুপ্ত মোটরস থেকে এন এস পালসার ১২৫ সিসি একটি বাইক ক্রয় করেন। বাইকের মূল্য ধার্য হয় ১ লক্ষ ২১ হাজার ৫৪০ টাকা। প্রতিমাসে মাসে কিস্তির টাকা ব্যবসা করে পরিশোধ করে দেবেন এই চুক্তি করে বাইকটি ক্রয় করেছেন। কিন্তু যেদিন বাইকটি ক্রয় করেন সেদিন থেকেই বাইকটি নিয়ে নানান সমস্যার সম্মুখীন হয় ঐ প্রতারিত যুবক। প্রথমে ভেবেছিলেন হয়তো নতুন বাইক তাই একটু সমস্যা দেখাচ্ছে। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই বাইকের ইঞ্জিনের নানা সমস্যার পাশাপাশি বাইকটি একেবারেই স্টার্ট নিতে অক্ষম হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময় ওই যুবক বাইকটি শোরুমে নিয়ে গেলে বাইক ঠিক করার নামে তাকে চরম হয়রানি করা হয় বলে অভিযোগ করেন। তাঁর আরও অভিযোগ, নতুন বাইক দুদিনের মধ্যে কি করে নষ্ট হয়ে যায় এই বিষয়ে শোরুম কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাইলে তারা কিছুই বলতে নারাজ। কি করবেন এখন বুঝে উঠতে পারছে না। বাইকের মালিক বিশ্বজিৎ দেব আরো অভিযোগ করেন সেনগুপ্ত মোটরসের কর্তৃপক্ষ চার দিন ধরে হয়রানি করাছেন তাকে।। এই চাপা ক্ষোভ নিয়ে অভিযোগ ব্যক্ত করেন অভিযোগকারী।

# তিনসুকিয়ায় পরীক্ষার হল-এ মৃত্যু দশম শ্রেণির ছাত্রী বিপাংসী বার্বি

তিনসুকিয়া (অসম), ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : তিনসুকিয়ার সৌমারজ্যোতি বিদ্যালয়ে পরীক্ষার খাতায় লিখতে বসেছিল দশম শ্রেণির এক ছাত্রী। আচমকা সংজ্ঞা হারিয়ে ঢলে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে সিভিল হাসপাতালে নিয়ে যান স্কুল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপ্রত্যাশিত ঘটনায় স্কুলের পাশাপাশি নিহত ছাত্রীর গৃহ এলাকা মাকুমে শোকের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

সৌমারজ্যোতি বিদ্যালয়ে নবম এবং দশম শ্রেণির ষাণ্মাসিক পরীক্ষা চলছে। নির্ধারিত সূচি আনুযায়ী অন্য সহপাঠীদের সঙ্গে আজ শনিবার পরীক্ষা দিতে এসেছিল দশম শ্রেণির ছাত্রী বিপাংসী বার্বি গগৈ নামের ছাত্রী। পরীক্ষার্থীদের হাতে প্রশ্ন ও উত্তরপত্র বিলি হয়ে গেছে। ইত্যবসরে আচমকা তার আসনের ওপর ঢলে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাকক্ষে তার সহপাঠী চিৎকার করলে ছুটে যান ইনভিজিলেটর। চোখে-মুখে জল ঝাপটা দিয়ে কোনও ফল না হওয়ায় তড়িঘড়ি তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সিভিল হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার বিপাংসীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এতে তাৎক্ষণিকভাবে স্কুলের সামগ্রিক পরিস্থিতি পালটে যায়।

ছাত্রী বিপাংসী অন্য কোনও রোগে আক্রান্ত ছিল কি না সে ব্যাপারে এখনও জানা যায়নি। তবে স্কুলের প্রধানশিক্ষিকা জানান, স্বাস্থ্য দফতরের বেঁধে দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী সব পরীক্ষার্থী এবং শিক্ষক কর্মচারীকে স্কুলে প্রবেশের আগে কোভিড পরীক্ষা করা হয়েছে। ওই পরীক্ষায় বিপাংসীর শরীরে কোভিডের কোনও সংক্রমণ ধরা পড়েনি। তবে হাসপাতালে তার ময়না তদন্ত হবে। এর পরই জানা যাবে কী রোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বলেন প্রধানশিক্ষিকা।

জানা গেছে, ছাত্রী বিপাংসী বার্বি গগৈ মাকুমের জ্যোতিনগরের বাসিন্দা।

# ভোপালে বিরসা মুণ্ডার জন্মদিন উদযাপনে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী, সেজে উঠছে জাম্বুরি ময়দান

ভোপাল, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): আগামী ১৫ নভেম্বর বিরসা মুণ্ডার জন্মদিনে জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করবে মধ্যপ্রদেশ সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের আমন্ত্রণে রাজধানী ভোপালে আয়োজিত এই মেগা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যার জন্য সেজে উঠছে অনুষ্ঠানস্থল ও আশেপাশের পরিবেশ।

মধ্যপ্রদেশ সরকার ১৫ নভেম্বর বিরসা মুণ্ডার স্মরণে জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন করবে। জাম্বুরি ময়দানের এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী স্টেজে থাকবেন ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। প্রধানমন্ত্রী মোদী সমাবেশে ভাষণ দেবেন এবং শহরের জাম্বুরি ময়দানে দেশের প্রথম বেসরকারি অংশীদারিত্বে নির্মিত হবিবগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনটি উদ্বোধন করবেন। কেন্দ্রীয় সরকারও বিরসা মুণ্ডার জন্মদিনে সপ্তাহব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান করবে।

ভোপালে মোদীর অনুষ্ঠানে জন্য এক সপ্তাহ ধরে তিনশোরও বেশি শ্রমিক জাম্বুরি ময়দানে কাজ করছেন। আদিবাসীদের জন্য বড় প্যান্ডেলও তৈরি করা হয়েছে। রাজ্যের নানা প্রান্তের আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় ২ লক্ষ মানুষ মোদীর সমাবেশে যোগ দেবেন। ময়দান চত্বর আদিবাসী চিত্রকলা ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের গুণীজনদের ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে। রাজ্যের ৫২টি জেলার মানুষ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। তাঁদের যাতায়াত, খাওয়াদাওয়া, থাকার ব্যাবস্থা করা হচ্ছে সরকারি উদ্যোগে। এই অনুষ্ঠানে ৪৭টি আসন তফশিলি উপজাতির মানুষদের জন্য সংরক্ষিত থাকছে।

হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

শনিবার শ্যাম হরি শর্মা প্রয়াণ দিবস পালন করা হয় বিজেপি কার্যালয়ে ছবি ঃ নিজস্ব।

# সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক মেগা আইন পরিষেবা শিবির অনুষ্ঠিত বিশ্রামগঞ্জে



**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ নভেম্বর।।** শনিবার দুপুর ১২টায় সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক আইন পরিষেবা শিবিরের অনুষ্ঠিত হয় বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামে। সিপাহীজলা জেলা লিগাল সার্ভিস অথরিটির উদ্যোগে বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়াম জেলাভিত্তিক আইনসভা শিবিরের প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা করেন সিপাহীজলা জেলার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সত্যব্রত দত্ত, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলায় এডিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অসীত দেবনাথ সিপাহীজলা জেলার পঞ্চায়েত অফিসার হৈমন্তী বর্মন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন সিপাহীজলা জেলার আইনি পরিষেবা সম্পাদিকা তনুশ্রী দেবনাথ। সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক আইনি পরিষেবা শিবিরের বিভিন্ন দপ্তর থেকে স্টল নিয়ে আসেন। বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ প্রয়াস, অন্যদিকে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, মৎস্য দপ্তর, সমাজ কল্যাণ দপ্তর, বনদপ্তর, সহ বেশ কয়েকটি দপ্তর আইনি পরিষেবা শিবিরে স্টল নিয়ে আসেন।

আইনি পরিষেবা শিবিরের সিপাহীজলা জেলার তিনটি মহকুমার বিশালগড় মহকুমা ,সোনামুড়া মহকুমা, জাম্পুইজালা মহকুমা থেকে বেনিফিসারীদের হাতে যেমন পশুপালন দপ্তর থেকে চড়িলাম ব্লকে ব্রজপুরের দুইজন বেনেফিশিয়ারি হাতে তুলে দেওয়া হয় শুকর একটি করে। অন্যদিকে মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে একজন বেনিফিশিয়ারী হাতে দেওয়া হয় চুন। এছাড়া বনদপ্তর এর উদ্যোগে দেওয়া হয় তিনজনে হাতে বিভিন্ন ধরনের চারাগাছ। সিপাহীজলা জেলার মোট ৬০০ জনের হাতে এ ধরনের আইনি পরামর্শ বিষয়ক সহায়তা পান।

## আমবাসায় পুর নির্বাচনের জোরদার প্রচার চলছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।।** ধলাই জেলার আমবাসা পুর পরিষদে ভোট প্রচার বেশ জমে উঠেছে। শাসক দল বিজেপির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রধান বিরোধীদল সিপিএম প্রার্থীরাও গণদেবতাদের দুয়ারে দুয়ারে প্রার্থনা করে চলেছেন। শনিবার আমবাসা পুরসভা নির্বাচনে বামেদের ১৫ নং ওয়ার্ডের মনোনীত প্রার্থী সুরেশ মুন্ডাকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচারে বের হলেন বাম নেতৃত্বরা। এদিনের এই প্রচার অভিযানে সুরেশ মুন্ডার সঙ্গে ছিলেন প্রার্থী কানাই পাল সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। বাম প্রার্থী সুরেশ মণ্ডল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বললেন ,জনগণের নিকট দাবি থাকবে গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে যেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন গণদেবতারা। পাশাপাশি অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের আশা ব্যক্ত করেন।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## ধর্মনগর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সি সি ক্যামেরার তার কেটে দিল দুষ্কৃতিকারীরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৩ নভেম্বর।।** কঠোর নিরাপতা বেষ্টনিতে থাকা ধর্মনগর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সি সি ক্যামেরার তার কেটে দিল দুষ্কৃতিকারীরা। পৌর পরিষদ নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা মহকুমা শসকের কার্যালয়ের সিসি ক্যামেরার তার দুষ্কৃতিকারীরা কেটে দেবার ফলে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের নিরাপতা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠছে। এই নিয়ে শুক্রবার মহকুমা শাসকের পক্ষ থেকে ধর্মনগর থানাতে একটি মামলা দায়ের করা হয়। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকালে উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের কর্মীরা অফিসে আসার পর দেখতে পায় অফিসে থাকা সিসি ক্যামেরার তার কাটা বিভিন্ন জায়গাতে। সি সি ক্যামেরার তার কাটার খবর দেওয়া হয় মহকুমা শাসক কমলেশ ধর কে। এই নিয়ে মহকুমা শাসকের পক্ষ থেকে শুক্রবার ধর্মনগর থানাতে একটি মামলা দায়ের করা হয়। ধর্মনগর মহকুমা শাসকের কার্যালয় এবং উওর জেলার জেলা শাসকের কার্যালয় একই বাড়ির ছাদের তলাতে। জেলা শাসকের কার্যালয় এবং মহকুমা শাসকের কার্যালয় একই বাড়িতে থাকাতে উক্ত এলাকার নিরাপতা ব্যাবস্থাও জোরদার থাকে। তার উপর বর্তমানে চলছে পুর পরিষদ নির্বাচন। ধর্মনগর পুর পরিষদ পরিচালনা করা হচ্ছে মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকে।

ফলে নির্বাচনের জন্য মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে বারতি নিরাপতার ব্যাবস্থা করা হয়। তাছাড়া মহকুমা শাসক এবং জেলা শাসকের কার্যালয়ে রয়েছে নৈশ কালিন প্রহরি। এত কঠোর নিরাপতা ব্যাবস্থা থাকার পরেও কিভাবে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সিসি ক্যামেরার তার দুষ্কৃতিকারীরা কেটে দিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে শহর বাসি।

## মনিষা মালাকারের বাড়িতে গেলেন পিসিসি সভাপতি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৩ নভেম্বর।।** ধর্মনগর পুর পরিষদের এক নং ওয়ার্ডের জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী মনিষা মালাকারের বাড়িতে ছুটে গেলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরাজিত সিনহা।

ধর্মনগর প্রতিনিধি।বৃহস্পতিবার জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সরব প্রচারের দিন তাদের ধর্মনগর পুর পরিষদের এক নং ওয়ার্ডের প্রার্থী মানসী মালাকারের বাড়িতে কিছুসংখ্যক দুষ্কৃতী হামলা চালায়। এর প্রতিবাদে থানায় গেলে থানায় সঠিক বিচার না করে, ওসি উল্টা অসভ্য আচরণ করে। তা নিয়ে কংগ্রেস দল সরব হয়ে উঠেছে। শনিবার জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরাজিত সিনহা ধর্মনগরের আসেন এবং মানসী মালাকারের বাড়িতে ছুটে যান। এ ঘটনা কে তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন রাজনীতি রাজনীতির জায়গায় , কারোর বাড়িঘরে হামলা এটা কোন ধরনের রাজনীতি। গণতন্ত্রকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিতে চাইছে শাসক দল বিজেপি। মানুষ তার জবাব দেবে। এই ধরনের হামলাকে তিনি ঘৃণ্য রাজনীতি এবং তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানান।

### দাবি

● আটের পাতার পর

সৎকার করার মতো আর্থিক সংস্থান পর্যন্ত নেই। আত্মীয় পরিজনদের শনিবার জিবি হাসপাতাল মর্গে যন মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর সৎকার করার জন্য। মৃতদেহটি খন্ড খন্ড হয়ে যাওয়ায় তারা নিজেরা দেহ নিজেরা সৎকার না করে ডোমদের দিয়ে সৎকার করানোর উদ্যোগ নেন।ডোমরা এজন্য সাড়ে চার হাজার টাকা দাবি করে বলে অভিযোগ। জিবি হাসপাতালে ডোমদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসলো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না বলে অভিযোগ।

### শিবির

● আটের পাতার পর

পজেটিভ রিপোর্ট এসেছে। এই ৪ জনকে পরবর্তী চিকিৎসার জন্য কেন্সার হাসাপাতলে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়াহয়। শিবিরে আগত রুগিদেরমধ্যে অনেকজনকে এক্সে , রক্ত পরিক্ষা ও কফ পরিক্ষা করাহয়। স্বাস্থ্যদপ্তর কতৃক আয়োজিত এই শিবিরে বিশেষঞ্জ চিকিৎসকদের কাছে পেয়ে শিবিরে লোকজন ব্যাপকহারে অংশগ্রহনকরে।

## অষ্লেতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।।** অষ্লেতে বড় ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল গাড়ি চালক এবং এক যাত্রী। ঘটনা মন্দির নগরী উদয়পুরের মেচ ফ্যাক্টরি এলাকায়। রাজ্যে দুর্ঘটনা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।ফের যান দুর্ঘটনা ঘটেছে উদয়পুর এর মেচ চৌমুহনী এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শুক্রবার রাতে বয়াক দেববর্মা তার নিজ টিআর ০৩সি০৬৯১ নম্বরের মারুতি ভ্যান গাড়ি নিয়ে আগরতলা থেকে বীরচন্দ্র মনু যাওয়ার পথে উদয়পুর মেচ ফ্যাক্টরি আসা মাত্র পেছন দিক থেকে টিআর০৪এ১৫৪৬ নম্বরের একটি মাল বোঝাই ট্রাক গাড়ি সজোরে এসে ধাক্কা দেয় ।এতে অল্পবিস্তর আহত হয় গাড়ি চালকসহ এক জন যাত্রী। মাল বোঝাই ট্রাক গাড়ি মারুতি ভ্যান গাড়িটিকে সজোরে ধাক্কা মেরে সেখান থেকে পালিয়ে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।পরবর্তীতে উদয়পুর রাধা কিশোর পুর থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে দুর্ঘটনাগ্রস্ত মারুতি ভ্যান গাড়িটিকে থানায় নিয়ে যায়। এদিকে রাধা কিশোর পুর থানার পুলিশ একটি মামলা নিয়ে ঘাতক মাল বোঝাই ট্রাক গাড়ির খোঁজ চালাছে। এদিকে একটি সূত্রে জানা যায় ঘাতক চাল বোঝাই ট্রাক গাড়িটি উদয়পুর চন্দ্রপুরস্থিত আইএসপি গোডাউনের গাড়ি। পথ দুর্ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও ট্রাফিক পুলিশ কিংবা প্রশাসন দুর্ঘটনা এড়াতে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না বলে অভিযোগ। সে কারণেই প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটে চলেছে। আবার অনেকে আহত হয়ে পঙ্গুত্বের জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

### ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

বিশালগড় থানার পুলিশ। সে অনুযায়ী পুলিশ যেন ওই দিব্যাঙ্গ যুবককে দ্রুত উদ্ধার করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বিশালগড় থানায় ত্রিপুরা দিব্বাঙ্গ উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে ডেপুটেশনে মিলিত হয়।

এদিন ডেপুটেশন প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা দিব্বাঙ্গ উন্নয়ন সমিতির চিফ এডিটর সঞ্জম ভট্টাচার্যী, সম্পাদিকা হাসিনা বেগম সহ অন্যান্যরা। এদিন ডেপুটেশনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ত্রিপুরা দিব্বাঙ্গ উন্নয়ন সমিতির চিফ এডিটর সঞ্জম ভট্টাচার্যী জানান, বিশালগড় থানার পুলিশের প্রতি তাদের আস্থা রয়েছে। তারা আশাবাদী পুলিশ খুব শীঘ্রই ওই দিব্যাঙ্গ যুবককে উদ্ধার করতে পারবে। তিনি আরো জানান যে ,ত্রিপুরা দিব্বাঙ্গ উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে আগামীদিনে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন। এখন দেখার বিষয় বিশালগড় থানার পুলিশ ওই দিব্যাঙ্গ যুবককে উদ্ধার করতে কতটা সক্ষম হয়।

### প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

যোজনায় (গ্রামীণ) ঘর প্রদানের কাজটি ত্রিপুরা সরকার মিশন মুডে রূপায়ণ করছে। গত ৫ সেপ্টেম্বর এক দিনেই ১ লক্ষ ৫৯ হাজার সুবিধাভোগীকে ঘর প্রদানের প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। জিও ট্যাগিং ও অনলাইন রেজিস্ট্রেশনও মিশন মুডে সম্পন্ন করা হয়েছে। সুবিধাভোগীদের সচেতন করার লক্ষ্যে কর্মশালারও আয়োজন করা হয়েছে। সুবিধাভোগীদের কি ডিজাইনের ঘর বানালে টেকসই হবে তার জন্য ডিজাইন অপশানও দেওয়া হয়েছে, দাবি করেন তিনি। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ঘর নির্মাণের জন্য প্রায় ২২০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। ফলে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর সাথে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এবং গ্রামোন্নয়ন দফতরের অতিরিক্ত সচিব টি কে দেবনাথ উপস্থিত ছিলেন।

### নির্যাতন

● প্রথম পাতার পর

বলে অভিযোগ। দিনের পর দিন নির্যাতনের আকার তীব্র হতে শুরু করে। সহ্য না করতে পেরে রেহানা তার কন্যা সন্তানকে নিয়ে একদিন পালিয়ে এসে ধর্মনগর মহিলা থানার দারস্থ হয়। পরবর্তীতে থনায় এবং রাজ্য মহিলা কমিশনে বিস্তারিত জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। রেহানা বেগম জানিয়েছে তার স্বামী রোশন মিয়ার এক মহিলার সাথে পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে।রোশন চেয়েছিল রেহানা তাকে ছেড়ে দিলে রোশন সেই মহিলার সাথে নির্দিধায় থাকতে পারবে।

এখন অসহায় হয়ে রেহানা বেগম তার কন্যা সন্তানটিকে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরছে নায্য বিচারের জন্যে। কন্যা সন্তানটিকে বাঁচানো এবং স্ত্রী”র অধিকার ফিরে পেতে একবার প্রশাসন,একবার সামাজিক সংস্থা,এবার সাংবাদিকদের দারস্থ রেহানা। প্রশ্ন হল এই লড়াই কি চালিয়ে যেতে পারবে রেহানা ?বেঁচে থাকার জন্য, তার কন্যা সন্তানকে বাচানোর জন্য। পারবে কি রেহানা? নাকি চলতে থাকা সমাজের গ্রাসে আরও কত নির্যাতিদের মত বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

### মণিপুরে

● প্রথম পাতার পর

পরিবারের দুই সদস্য এবং পাঁচ সাহসী বীর সেনাকে হারিয়েছে। অপরাধীদের শীঘ্রই বিচারের আওতায় আনা হবে।’ টুইটারে লিখেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ।

মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংহ তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘আজ চুরাচাঁদপুরে ৪৬ আসাম রাইফেল-এর একটি কনভয়ের ওপর কাপুরুষোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। ওই হামলায় আসাম রাইফেলসের কমান্ডিং অফিসার ও তাঁর পরিবার সহ কয়েকজন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। এতে আমি মর্মাহত।’

টুইটারে মুখ্যমন্ত্রী আরও লিখেছেন, ‘রাজ্য পুলিশ এবং আধাসামরিক বাহিনী ইতিমধ্যেই জঙ্গিদের ধরতে তাদের কাজ শুরু করেছে। অপরাধীদের পাকড়াও করে বিচারের আওতায় আনা হবে।’

### পাচারকারীরা

● প্রথম পাতার পর

কামথান সীমান্ত দিয়ে হাজার হাজার গরু বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।এই পাচারকারীরা সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া কেটে গরু গুলি বাংলাদেশে পাচার করে থাকে।

আজ যে গরু গুলি আটক করা হয়েছে সেগুলির বাজার মূল্য কয়েক লক্ষাধিক টাকা। বিএসএফ গাড়ি ও গরু গুলি আটক করতে পারলেও পাচারকারীদের মধ্যে কাউকে আটক করতে পারেননি।পাচারকারীরা গাড়ি ফেলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

### এলাকাবাসী

● প্রথম পাতার পর

সহ্য করেছে। সরকার কিছুদিন পর পর রাস্তার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করবে না। দীর্ঘ দাবির ফলে রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। তাই রাস্তার কাজ ভাল করতে হবে। নিম্নমানের কাজের দরুন কাজ বন্ধ রাখা হয়। এ ব্যাপারে স্থানীয় পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার তথা এসডিও সাহেবের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোন কিছু বলতে নারাজ। কেন গ্রামবাসীরা কাজ বন্ধ করলো এ ব্যাপারে কিছুই বলতে নারাজ তিনি।

### শরীরে

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসক জানান সজল দেববর্মার শরীরের প্রায় ৩০ু আগুনে পুড়ে যায়। বর্তমানে আহত যুবককের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল।

### ধর্মনগরে

● প্রথম পাতার পর

বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। রেলে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

### পথ অবরোধ

● আটের পাতার পর

পর এখন পর্যন্ত একটা নির্বাচন ও সঠিকভাবে হয়নি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধুলিস্যাৎ করে বাহুবলের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে চায় রাজ্যের শাসক দল বিজেপি।ভোটের দিন ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই নির্বাচনী সন্ত্রাস রাজ্যজুড়ে অব্যাহত রয়েছে তা কবে শেষ হবে তার কোন ঠিক নেই। নির্বাচন কমিশন একটা স্বাধীন দপ্তর, তার অধীনে থাকা রিটার্নিং অফিসার ও এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সাধারণ মানুষের কি হাল হবে।

এদিকে, ধলাই জেলার আমবাসা পুর পরিষদে রাজনৈতিক অশান্তির পরিবেশ কায়েম হচ্ছে। বিরোধী দলগুলির পতাকা ফেস্টুন ও প্রচার সজ্জা নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অবিলম্বে এ ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য বিরোধী দলগুলির তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। শনিবার ফের প্রচার শয্যার নষ্টের অভিযোগ এনে আমবাসা থানায় অভিযোগ করল তিপ্রা মথার কর্মী-সমর্থকরা। ঘটনার বিবরণে জানা যায় ,শুক্রবার রাতে আমবাসা পুরসভার অন্তর্গত ১৫ নং ওয়ার্ডে তিপ্রা মথার প্রার্থী রিঙ্কু মগের সমর্থনে সজ্জিত ফ্ল্যাগ ফেস্টুন নষ্ট করে দেয় দুস্কৃতিকারীরা। শনিবার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তিপ্রা মথার নেতৃত্ব সহ কর্মী-সমর্থকরা। তাদের আরও অভিযোগ বেশকিছু ফ্ল্যাগ খুলে নিয়ে যায় দুস্কৃতিকারীরা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ ধরনের ভীরু মনোভাবাপন্ন কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জানান ওয়াই টি ফের রাজ্য সম্পাদক সুরজিৎ মগ।অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে তিপ্রা মথা দল। অবাদ ও শান্তিপূর্ণ ভোট পর্ব সম্পন্ন করা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন দলীয় নেতৃবৃন্দ।

অন্যদিকে, ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর পুর পরিষদ এলাকায় কংগ্রেস দলের পতাকা ফেস্টুন ও প্রচার সজ্জা নষ্ট করে দেওয়ার প্রতিবাদে শনিবার কংগ্রেস দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা কৈলাশহর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং থানার পাশেই পথ অবরোধ করেন। রাতের অন্ধকারে কংগ্রেস দলের প্রচার সজ্জা নষ্ট করায় কৈলাসহর থানা ঘেরাও এবং একইসাথে থানার সামনে রাস্তাও অবরোধ করে কংগ্রেস কর্মীরা। নেতৃত্বে ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বিরজিত সিনহা, ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান, কংগ্রেস নেতা রুনু মিঞা, আশীষ সেনগুপ্ত, দিলীপ দাস, তপন দাশ, যুব কংগ্রেস নেতা অসীম দত্ত, জয়দ্বীপ দে সহ আরও অনেকে। থানা ঘেরাও এবং রাস্তা অবরোধ চলাকালীন ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান বলেন, পুর পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস দলের প্রার্থীদের নামের তালিকা ঘোষণার পর কৈলাসহর পুর পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ড এলাকায় প্রার্থীর সমর্থনে যেসব ফ্লেগ, ফেস্টুন, ব্যানার লাগানো হয়েছে সেইসব প্রচার সজ্জা রাতের অন্ধকারে বিজেপি দলের দুস্কৃতিকারীরা নষ্ট করে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। এনিয়ে কৈলাসহর থানায় প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন ওয়ার্ডের কংগ্রেস দলের প্রার্থীরা লিখিত অভিযোগ করলেও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের কার্যকরী ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় নি বলেও বদরুজ্জামান জানান। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান আরও গুরুতর অভিযোগ করেন যে, সাম্প্রতিক কালে দেশের সুপ্রিম কোর্ট ত্রিপুরার পুর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে স্পষ্ট করে বলে দেয় পুর নির্বাচনে বিরোধী দলকে স্বাধীন ভাবে রাজনীতি করার সুযোগ দিতে। কিন্তু শাসক বিজেপি দলের দুস্কৃতিকারীরা প্রায় প্রতিদিনই রাতের অন্ধকারে কৈলাসহরে কংগ্রেস দলের প্রচার সজ্জা নষ্ট করে দিচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এসব ঘটনা ঘটার পর পুলিশকে লিখিত ভাবে জানানোর পরও পুলিশ কোনো ভূমিকা নিচ্ছে না। বদরুজ্জামান জানান, কৈলাসহর থানার পুলিশ শাসক বিজেপি দলের হয়ে প্রকাশ্যে দালালী করছে। উনি হুংকার দিয়ে প্রকাশ্যেই বলেন, আজ রাত থেকে যদি ফের কৈলাসহরে কংগ্রেস দলের প্রচার সজ্জা নষ্ট করা হয় তাহলে কৈলাসহরে শাসক বিজেপি দলের কোনো প্রচার সজ্জাও রাখা হবে না। পরিস্থিতি মোকাবেলায় এবং শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রশাসনের তরফ থেকে রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।যদিও, প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কোনো আধিকারিক প্রকাশ্যে কিছু জানায় নি।

তাছাড়া, প্রধান বিরোধীদল সিপিএমের ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ও প্রচার সজ্জা নষ্ট করে দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে কৈলাশহর থানা ঘেরাও ও পথ অবরোধ করল সিপিআইএম। অবিলম্বে এ ধরনের সন্ত্রাস বন্ধ না হলে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে পুলিশকে দায়ী থাকতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে। পুর পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলের প্রার্থীদের প্রচার সজ্জা নষ্ট করাকে কেন্দ্র করে কৈলাসহরে রাজনৈতিক উত্তাপ তুংগে। কৈলাসহর পুর পরিষদের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থীর সমর্থনে লাগানো ফ্লেক্স, ফ্লেগ, পোস্টার, সহ একাধিক প্রচার সজ্জা নষ্টের প্রতিবাদে কৈলাসহর থানা ঘেরাও ও সড়ক অবরোধ করে সিপিআইএম কৈলাসহর মহকুমা কমিটি। কৈলাসহর শহরে অবস্থিত সিপিআইএম দলীয় অফিস থেকে দলীয় কর্মী সমর্থকরা বিক্ষোভ মিছিল করে শহরের পথ পরিক্রমা করে কৈলাসহর থানার সামনে এসে রাস্তা অবরোধ করে এবং কৈলাসহর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় দলীয় কর্মী সমর্থকরা। নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআইএম ঊনকোটি জেলা কমিটির সম্পাদক কৃস্নেন্দু চৌধুরী, কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিশ্বরূপ গোস্বামী, নেতা কান্তি লাল দেব, মুকুট আলী সহ আরও অনেকে। বিক্ষোভ প্রদর্শন চলাকালীন তিনজনের এক প্রতিনিধি কৈলাসহর থানার ওসি এর নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ করেন। এসম্পর্কে বলতে গিয়ে সিপিআইএম কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিশ্বরূপ গোস্বামী বলেন যে, শাসক বিজেপি দল নির্বাচনে পরাজয়ের ভয়ে বিগত কয়েক দিন ধরে কৈলাসহর পুর পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ড এলাকায় দলীয় প্রার্থীদের বিভিন্ন প্রচার সজ্জা নষ্ট করে দিচ্ছে। পুলিশের কাছে লিখিত ভাবে জানানোর পরও পুলিশ কোনো ধরনের কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছে না। পুলিশ টুটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে। কৈলাসহর থানার পুলিশ শাসক বিজেপি দলের চামচাগিরী করছে বলেও বিশ্বরূপ গোস্বামী অভিযোগ করেছেন। তিনি আরও বলেন যে, কৈলাসহর পুর পরিসদের মোট সতেরোটি ওয়ার্ডেই সিপিআইএম দল প্রার্থী দিয়েছে। আজ অব্দি নয়টি ওয়ার্ডের প্রার্থীদের ফ্লেগ, ফেস্টুন, ব্যানার সহ বিভিন্ন প্রচার সজ্জা নষ্ট করে দিয়েছে শাসক বিজেপি দলের কর্মীরাঅবিলম্বে এ ধরনের সন্ত্রাস বন্ধ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

এদিকে, পৌর পরিষদের নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার লক্ষ্য নিয়ে অটো রেলি অনুষ্ঠিত হয় জন আর্শীবাদ চেয়ে। শনিবার বেলা দুইটা নাগাদ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ভারতীয় মজদুর সংঘের উদ্যোগে বিলোনিয়া বনকর নদীর উত্তর পাড় থেকে শুরু হয় এই রেলি। বিলোনিয়া পৌর পরিষদের নির্বাচনে ১৭ টি ওয়ার্ডের বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি জন আশীর্বাদ চেয়ে অটো রেলিটি বনকর নদীর উত্তর পাড় থেকে শুরু করে নেতাজি পল্লী এলাকা হয়ে কলেজ স্কোয়ার, সাড়াসীমা, বিকেআই কর্নার , পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড, এক নং টিলা, বিদ্যাপিঠ কর্নার , আর্য কলোনি হয়ে শেষ হয় নতুন মোটর স্ট্যান্ড এলাকায়।বিলোনিয়া পুরসভা নির্বাচনের প্রচারে শনিবার সকালে একটু ভিন্ন চিত্র উঠে এলো বিলোনিয়া পৌরসভার অন্তর্গত ১৬ নং ওয়ার্ড এবং ৭ নং ওয়ার্ড এলাকা থেকে। পুরো পরিষদ নির্বাচনে নির্বাচিত বিজেপির বিলোনিয়া মন্ডলের নির্বাচনী কনভেনার বিজন মজুমদার পৌর পরিষদের ৭ নং ওয়ার্ড এলাকায় সিপিআইএম মনোনীত প্রার্থী শিপ্রা দে র সাথে জনসম্পর্ক অভিযানের মধ্য দিয়ে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের প্রদেয় বিভিন্ন প্রকল্প গুলির প্রতিলিপি উনার হাতে তুলে দেন এবং বিজেপির পাশে থেকে উন্নয়নের সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানান। পাশাপাশি ১৬ নং ওয়ার্ড এলাকায় বিজেপি মনোনীত প্রার্থী সুশংকর ভৌমিক, ঋষ্যমুখ মন্ডল সহসভাপতি বাদল ভৌমিক সহ বিজেপি কার্যকর্তাদেরকে পাশে নিয়ে সিপিআইএম বিভাগীয় সম্পাদক তাপস দত্তের সহিত সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন। এদিকে ২৫ শে নভেম্বর পৌরসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ৫ নং ওয়ার্ড এলাকায় মহিলা মোর্চার উদ্যোগে শনিবার সকালে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী রণজিতা দাশ বৈদ্যের উপস্থিতিতে,এলাকার অন্যান্য মহিলা কার্যকরতাদেরকে সাথে পায়ে পা মিলিয়ে আন্তরিক জনসম্পর্ক অভিযান কর্মসূচি গ্রহন করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।

# ক্রীড়াঙ্গন

## নীরজ চোপড়া, মিতালী রাজ, সুনীল ছেত্রী সহ ১২ অ্যাথলিট পেলেন খেলরত্ন

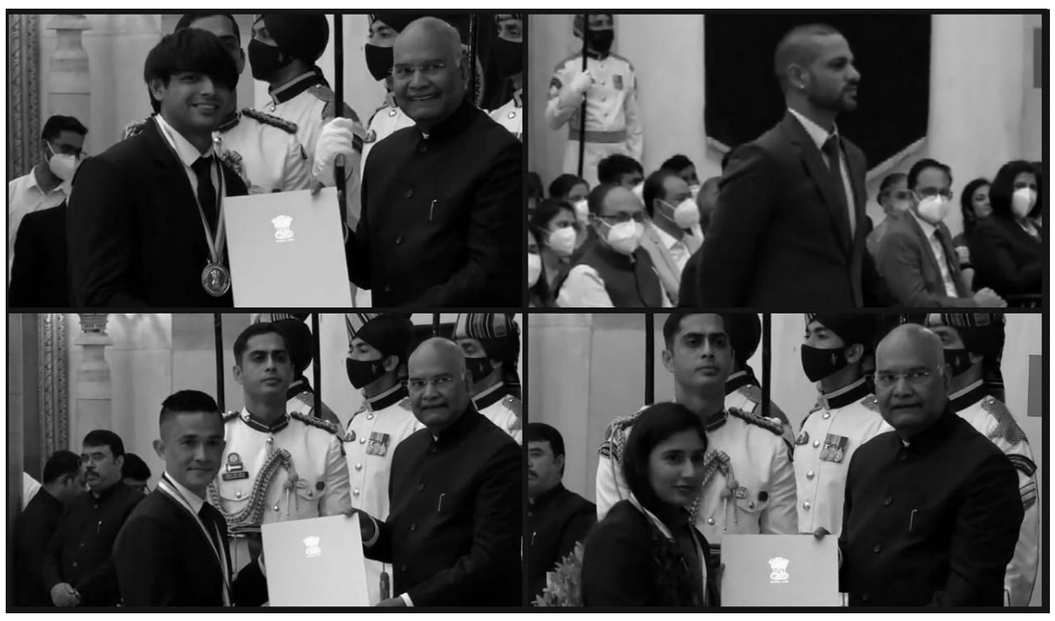

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর (হি.স) : ঘোষণাটা আগেই হয়ে গিয়েছিল, তবে অপেক্ষা ছিল শুধু এই মুহূর্তটার ঘোষণাটা। শনিবার রাষ্ট্রপতির হাত থেকে ভারতীয় ক্রীড়াজগতের সর্বোচ্চ সম্মান নিতে এক মঞ্চে সুনীল ছেত্রী ও নীরজ চোপড়া। মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন পুরস্কার পেলেন সুনীল ছেত্রী, নীরজ সহ লভলিনা বরগোহাঁরা।

অলিম্পিকের মঞ্চে স্বাধীন ভারতের প্রথম অ্যাথলিট হিসাবে টোকিওর মাটিতে সোনা জিতেছেন নীরজ চোপড়া। ভারতের সোনার ছেলে তিনি। তখন থেকেই খেলরত্নটা কার্যত পাকা করে ফেলেছিলেন তিনি। এর কয়েকদিন পরই ঘোষণা হয় নীরজ চোপড়ার নাম। শনিবার সেই সম্মান পেলেন নীরজ। একইসঙ্গে সেই তালিকায় সকলকে চমকে দিয়ে নাম উঠেছিল ভারতের আরেক তারকার। ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। ভারতীয় ফুটবলে সেদিনই ইতিহাস তৈরি করেছিলেন সুনীল। প্রথম ভারতীয় ফুটবলার হিসাবে খেলরত্ন পুরস্কারের মনোনীত হয়েছিলেন সুনীল ছেত্রী। ভাইচুং, ভুটিয়া, পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়, চুনী গোস্বামীরা যে পুরস্কার পাননি, সেটাই অর্জন করলেন সুনীল ছেত্রী। তাঁর হাতে পুরস্কার ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই শুভেচ্ছা জানান প্রফুল প্যাটেল।

শনিবার অপেক্ষা ছিল প্রথম ভারতীয় ফুটবলারের গলায় খেলরত্নের মেডেলটা ওঠার। রাষ্ট্রপতির হাত থেকে সেই সম্মান পেলেন সুনীল ছেত্রী। শুধু এই দুই তারকাই নন।

## শনিবার টি-২০ সিরিজের জন্য জয়পুর পৌঁছল রাহুল, রোহিত সহ গোটা দল

জয়পুর, ১৩ নভেম্বর (হি.স) : টি-২০ বিশ্বকাপে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পর ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই এবার ভারতীয় দলের নতুন দায়িত্ব এখন রোহিত শর্মার কাঁধে। শুধু তিনি নন কোচ এখন মিস্টার ডিপেন্ডেবল রাহুল দ্রাবিড়। রাহুল-রোহিত জুটিতে এবার ঘুরে দাঁড়ানোর খেলা। সেই লক্ষ্যে শনিবার জয়পুর পৌঁছল টিম ইন্ডিয়া।

ঘরের মাঠে এবার সেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেই সিরিজ ভারতের। তিনটি টি-২০ ম্যাচের সিরিজ হবে কেন উইলিয়ামসনদের বিরুদ্ধে। তবে বদলে গিয়েছে ভারতীয় দলের চেহারাটা।

নতুন অধিনায়ক রোহিত শর্মার নেতৃত্বে এবার নিউজিল্যান্ড বধের লক্ষ্যে নামবে ভারতীয় দল। আর ডাগ আউটে থাকবেন ভারতীয় দলের সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নতুন কোচ দ্য ওয়াল।

আগামী ১৭ নভেম্বর থেকে শুরু হবে টি-২০ সিরিজ। হাতে আর সময়ও বেশি নেই। দলে তরুণ তারকাদের সংখ্যাই বেশি। তাদের প্রস্তুতির জন্য তাই বেশি সময় নষ্ট করতে চাননা রাহুল দ্রাবিড়। তাই তো শনিবারই গোটা দল নিয়ে জয়পুরে পৌঁছে গেলেন রাহুল দ্রাবিড়। বিশ্বকাপ থেকে ফেরার পর মাত্র কয়েকদিনের ছুটি কাটিয়ে একইদিনে পৌঁছেছেন রোহিত শর্মাও।

## কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত ক্রীড়া সাংবাদিক পার্থ রুদ্র

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর (হি.স) : দীর্ঘ প্রায় চার মাসের লড়াই শেষ হল। জীবনযুদ্ধে হার মানলেন কলকাতার খ্যাতনামা ক্রীড়া সাংবাদিক পার্থ রুদ্র। কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। শনিবার সকালে নিজের বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন স্বনামধন্য এই ক্রীড়া সাংবাদিক।

বেশ কয়েক বছর ধরেই এই রোগের সঙ্গে লড়াই করছিলেন পার্থবাবু। রাজারহাটের এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। চিকিৎসায় বিপুল খরচের জন্য পার্থবাবুর দিকে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন অনেকেই। দিন তিনেক আগেই তাঁর মেয়ে কথাকলি রুদ্র ফেসবুকে লিখেছিলেন, "আমার বাবা গত তিন-চার মাস ধরে লড়াই করে চলেছেন। কড়া সমস্ত ওষুধ খেতে হচ্ছে। আপনারা চেনা-অচেনা প্রত্যেকেই যেভাবে বাবার চিকিৎসার জন্য এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ।" কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে ৫৭ বছর বয়সে হার মানলেন তাঁর বাবা।

দীর্ঘদিন বাংলা সংবাদপত্র আজকালে কাজ করেছেন পার্থ রুদ্র। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ক্রিকেটের নানা অজানা কাহিনী তুলে ধরেছেন সংবাদপত্রে। তাঁর হাত ধরে বহু না-জানা কিস্সার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন পাঠক। গত শতাব্দীর আটের দশকে ময়দানে দাপিয়ে সাংবাদিকতা করেছেন পার্থবাবু। শুধু তাই নয়, একটা সময় প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ম্যানেজার হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছিলেন। জীবনের শেষ বেলায় পাশে পেয়েছিলেন সৌরভকে। তাঁর চিকিৎসার যাতে কোনও ত্রুটি না হয়, সেদিকে নিজে খেয়াল রেখেছিলেন দাদা। স্ত্রী মিতালি ঘোষাল ও কন্যা কথাকলিকে রেখেই পরলোক গমন করলেন পার্থ। তাঁর প্রয়াণে বাংলার ক্রীড়া সংবাদ জগতে বিরাট শূন্যস্থানের সৃষ্টি হল।

## টেস্ট সিরিজ খেলতে ডিসেম্বরে নিউজিল্যান্ড সফরে যাচ্ছে বাংলাদেশ

ঢাকা, ১৩ নভেম্বর (হি.স) : টি-২০ বিশ্বকাপে একটিও ম্যাচে জিততে পারেনি বাংলাদেশ। সব ম্যাচে হেরে খালি হাতে দেশে ফিরতে হয়েছে তাদের। এ বার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে সে দেশে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

ডিসেম্বরের শেষে দিকেই নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা দেবে মোমিনুল হকের দল। প্রথম টেস্ট শুরু হবে ১ জানুয়ারি থেকে। দ্বিতীয় টেস্ট ৯ জানুয়ারি থেকে ক্রাইস্টচার্চে। নিউজিল্যান্ড গত বারের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ন। নিজের মাঠে ২০২০-তে ভারতকে আড়াই দিনে হারিয়েছে তারা। ফলে বাংলাদেশের কাছে কাজ যে কঠিন হতে চলেছে তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

তবে এই সিরিজের আগেই ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলতে হবে বাংলাদেশ। আগামী ১৯ নভেম্বর থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ শুরু। তার পরে হবে টেস্ট সিরিজ। প্রথম টেস্ট ২৬ নভেম্বর থেকে চট্টগ্রামে এবং দ্বিতীয় টেস্ট ৪ ডিসেম্বর থেকে ঢাকায়।

## টিকা নিতে রাজি নন, ক্রিকেট থেকেই সাময়িক ভাবে সরে দাঁড়ালেন মুরলী বিজয়

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর (হি.স) : করোনার টিকা নিতে রাজি নন। চান না জৈবদুর্গে থেকে ক্রিকেট খেলতেও। তাই ক্রিকেট থেকেই সাময়িক ভাবে সরে দাঁড়ালেন তামিলনাড়ু এবং ভারতীয় দলের ব্যাটার মুরলী বিজয়। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ম্যাচেও সে কারণে তাঁকে খেলতে দেখা যাচ্ছে না। বিভিন্ন রাজ্যকে ই-মেল পাঠিয়ে ইতিমধ্যেই কঠোর কোভিড-বিধি পালনের নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় বোর্ড। সেই মতো প্রত্যেকটি দলই জৈবদুর্গে রয়েছে। তবে বিজয় কোনও ভাবেই এর অংশ হতে রাজি নন। জানা গিয়েছে, তিনি করোনা টিকা নিতেও চাননি, যা ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে গেলে বাধ্যতামূলক। এ ব্যাপারে নির্বাচকদেরও জানিয়ে দিয়েছেন বিজয়। দলের এক সদস্য বলেছেন, "এটা ওর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। টিকা নিতে ও ইতস্তত করছে। বোর্ডের নির্দেশ অনুসারে, প্রতিযোগিতা শুরুর এক সপ্তাহ আগে ক্রিকেটারদের জৈবদুর্গে ঢুকে পড়তে হবে। কিন্তু বিজয় তাতে রাজি নয়। তাই তামিলনাড়ুর তরফে ওকে দলে নেওয়া হয়নি। কেন তাঁর অনীহা, সে ব্যাপারে কিছু খোলসা করেননি বিজয়। কিছুদিন আগে পর্যন্তও তিনি ভারতীয় টেস্ট দলের নিয়মিত সদস্য ছিলেন। শেষ বার গত বছর আইপিএল-এ চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলেছিলেন। রঞ্জিতে খেলেছেন বছর দুয়েক আগে।

## কিউইদের বিপক্ষে তুমুল লড়াইয়ের অপেক্ষায় অস্ট্রেলিয়া

ক্রিকেটের আঙিনায় সাফল্যের বিচারে নিশ্চিতভাবেই নিউ জিল্যান্ডের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে রাখতে হবে অস্ট্রেলিয়াকে। তবে লড়াইটা যখন মুখোমুখি তখন আর পুরনো পরিসংখ্যান খুব একটা গুরুত্ব বহন করে না। সেখানে সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স বিবেচনায় দল দুটির কোনোটিকে এগিয়ে রাখার উপায়ই নেই। অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ তাই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে জমজমাট এক লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখছেন।

শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচের আগে আসরে দুই দল হেরেছে কেবল একটি করে ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়া যাদের বিপক্ষে হেরেছিল সেই ইংল্যান্ডকে সেমি-ফাইনালে থামিয়েছে নিউ জিল্যান্ড। আর কেন উইলিয়ামসনের দলকে হারানো পাকিস্তানকে শেষ চার থেকে বিদায় করেছে অস্ট্রেলিয়া। তাসমান সাগর পাড়ের দুই দেশের লড়াইয়ের ইতিহাস কয়েক যুগের। সেখানে রোববারের ফাইনাল যোগ করবে নতুন একটি অধ্যায়। স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচটি খেলতে উন্মুখ অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক ফিঞ্চ।

"ক্রিকেটে দুই দলের অসাধারণ ঐতিহ্য আছে। স্রেফ ক্রিকেটে নয়, প্রতিবেশী হিসেবে সব পর্যায়েই রয়েছে। চমৎকার একটা সম্পর্ক আছে। আমরা নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রায়ই খেলি। যে সংস্করণেই খেলা হোক, সব সময়ই তুমুল লড়াই হয়।"

"নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে খেলা খুবই রোমাঞ্চকর। তাদের অসাধারণ একটি দল আছে আর চমৎকারভাবে এর নেতৃত্ব দিচ্ছে কেন উইলিয়ামসন।আমার মনে হয়, দুই দল প্রায় একই সমতায়। অসাধারণ একটি ম্যাচ হবে।"

এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপে কোনো শিরোপা জিততে না পারলেও বরাবরই এই সব টুর্নামেন্টে ভালো করে নিউ জিল্যান্ড। ওয়ানডেতে সবশেষ চার আসরে অন্তত সেমি-ফাইনালে খেলেছে তারা, গত দুই আসরে হয়েছে রানার্সআপ। ২০১৫ বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছেই হেরেছিল তারা।

গতবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শেষ চার থেকে বিদায় নেওয়া নিউ জিল্যান্ড এবার প্রথমবারের মতো উঠেছে প্রতিযোগিতাটির ফাইনালে। গত জুনে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছে ভারতকে হারিয়ে। তিন সংস্করণেই দারুণ ধারাবাহিক নিউ জিল্যান্ডকে নিয়ে সতর্ক ফিঞ্চ।

"নিউ জিল্যান্ড গত ছয় বছরে প্রতিটি আইসিসি ইভেন্টের ফাইনালে খেলছে (২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ছাড়া)। তিন সংস্করণেই অসাধারণ এক দল। এমন একটি দল তারা, যাদের কখনও হালকাভাবে নেওয়া যাবে নাওদের বিস্ফোরক ব্যাটসম্যান আছে, অভিজ্ঞতা আছে।"

'ওদের ড্যারিল মিচেলের মতো ব্যাটসম্যান আছে, যে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আগের ম্যাচে অসাধারণ ইনিংস খেলেছে। বিস্ফোরক ও উঁচু মানের ব্যাটসম্যান মার্টিন গাপটিল আছে এবং টপ অর্ডারে আছে উইলিয়ামসনের মতো একজন। ব্যাটিং ও বোলিং দুই বিভাগেই ওদের অনেক ম্যাচ উইনার আছে। ইশ সোধি ও মিচেল স্যান্টনার আগেও নিজেদের সামর্থ্য দেখিয়েছে।"

নিউ জিল্যান্ডের নতুন বলের দুই পেসার ট্রেন্ট বোল্ট ও টিম সাউদিকে সামলানোর কঠিন চ্যালেঞ্জ ফিঞ্চদের সামনে। অস্ট্রেলিয়া অধিনায়কের মতে, পাওয়ার প্লেতে ব্যাটিং-বোলিং দুই বিভাগেই নিউ জিল্যান্ড এমন অনেক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে।

"আমার মনে হয়, ব্যাটিং ও বোলিং দুই ক্ষেত্রেই পাওয়ার প্লেতে টুর্নামেন্টে ওরাই সবচেয়ে ভালো করা দল। তাই এটা খুব চ্যালেঞ্জিং হবে।" "ট্রেন্ট বোল্টের বাঁহাতি সুইং বোলিং সামলানো অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং হবে। টিম সাউদি আছেসে অফ দা সিম ডেলিভারিও দেয় যেগুলো কিছুটা স্লাইড করে। তবে নেটে আমি এখন ভালো ব্যাটিং করছি, ভালো অনুভূতি নিয়েই আগামীকালকের ম্যাচে যাচ্ছি।"

দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে শিরোপা লড়াইটি শুরু হবে রোববার বাংলাদেশ সময় রাত আটটায়।

## উরুগুয়েকে হারিয়ে কাতার বিশ্বকাপের দিকে এগিয়ে গেল আর্জেন্টিনা

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর (হি.স) : কাতার ফিফা বিশ্বকাপ ২০২২-এ মূলপর্বে যোগ্যতাঅর্জন করে ফেলেছে ব্রাজিল। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ব্রাজিলের পর আর্জেন্টিনাও কাতারের টিকিট পেতে আর বেশি দূরে নেই। মেসিকে মাত্র মিনিট ১৫ খেলিয়েও, উরুগুয়েকে ১-০ গোলে হারিয়ে আর্জেন্টিনা ১২ ম্যাচে ২৮ পয়েন্টে পৌঁছে গেল।

সেই সঙ্গে টানা ২৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ অপরাজিত থাকার নজির গড়ল মেসি-মারাদানোর দেশ। ম্যাচের ৭ মিনিটে অ্যাঞ্জেলো দি মারিয়ার করা গোলে উরুগুয়েকে হারায় আর্জেন্টিনা। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ছাড়া লাতিন আমেরিকা থেকে বিশ্বকাপ ২০২২-এর যোগ্যতাপর্বে খেলা বাকি আটটা দেশ ১৩টা করে ম্যাচ খেলে ফেলেছে। বাকি আছে আর পাঁচটা ম্যাচ।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

# রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পুর ভোটের প্রচার সজ্জা তছনছ হামলা-ভাঙচুর, পথঅবরোধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ধর্মনগর/ কৈলাসহর/বিলোনীয়া,, ১৩ নভেম্বর।।** রাজ্যের শাসক দল বিজেপির সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মান্য করছে না বলে গুরুতর অভিযোগ এনেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আজ রাত থেকে সন্ত্রাস গণনা হলে তৃণমূল কংগ্রেস গণতান্ত্রিক উপায়ে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

পুর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী এবং নেতাকর্মী সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরনের সন্ত্রাসের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। শনিবার আগরতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যাম্প অফিসে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচনী সন্ত্রাসের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য কনভেনার সুবল ভৌমিক বলেন আগরতলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় শাসকদলের গুন্ডাবাহিনী ব্যাপক সন্ত্রাস শুরু করেছে। নির্মল কংগ্রেসের পতাকা ফেস্টুন এবং প্রচার সজ্জা নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে।দলীয় প্রার্থীদের প্রচারে বাধা দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয় দলীয় প্রার্থী এবং নেতাকর্মী সমর্থকদের উপর হামলা সংগঠিত করা হচ্ছে। ভারতের সর্বোচ্চ আদালত রাজ্যে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনপূর্ব সংগঠিত করার জন্য নির্দেশ জারি করেছে। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশকে মান্যতা দিচ্ছে না রাজ্য সরকার। এসমস্ত সন্ত্রাসের বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে সর্বোচ্চ আদালতের নজরে আনা হবে বলেও জানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার সুবল ভৌমিক। সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সরকার এবং শাসক দল বিজিবিকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন অবিলম্বে সন্ত্রাস বন্ধ না হলে তৃণমূল কংগ্রেস ও চুপ করে বসে থাকবে না। শাসক দল বিজেপির পায়ের তলার মাটি না থাকার কারণে তারা এ ধরনের সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়েছে বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। জনগণ নির্বাচনের তাদেরকে যোগ্য জবাব দেবেন বলেও তিনি মনে করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ বিজেপির সন্ত্রাসে আহত কর্মীকে জিবি হাসপাতাল এ গিয়ে দেখে আসেন। তার উন্নত চিকিৎসার জন্য দলের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে বলেও জানানো হয়।

সি পি আই (এম)এর জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে পুর পরিষদ নির্বাচনে শাসকদলের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানান বামফ্রন্টের নেতৃত্বরা।ধর্মনগর প্রতিনিধি।শনিবার ধর্মনগরের উত্তর জেলা সি পি আই এমের জেলা কার্যালয় আসন্ন পুর পরিষদ নির্বাচনে শাসক দল বিজেপি যেভাবে বাহুবল প্রয়োগ করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে চাইছে তার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ জানান বামফ্রন্টের নেতৃত্বরা। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক অমিতাভ দত্ত ,বর্তমান পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শক্তি ভট্টাচার্য ,বর্ষিয়ান সি পি আই এম নেত্রী স্বাতী ভট্টাচার্য সহ সরিফ দলের অন্যান্য সদস্যরা। বামফ্রন্টের ৩ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী নিকুঞ্জ দেবনাথ কে যেভাবে ভয়-ভীতি দেখিয়ে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে ,বন্ধের দিনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের কাগজে স্বাক্ষর করানো হলো তা নিয়ে তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে বামফ্রন্টের নেতৃত্বরা। জেলা সম্পাদক অমিতাভ দত্ত সাংবাদিকদের জানান ৪ নভেম্বর অফিস বন্ধের দিন কিছুসংখ্যক দুর্বৃত্ত ৩ নং ওয়ার্ডের বামফ্রন্টের প্রার্থী নিকুঞ্জ দেবনাথ কে বাড়ি থেকে তুলে এনে রিটার্নিং অফিসারের সামনে স্বাক্ষর করাল অথচ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার শুরু হয়েছিল ৫ নভেম্বর থেকে।পরবর্তী সময় জানানো হয় পুরো পরিষদের ৩ নং ওয়ার্ডের বামফ্রন্টের প্রার্থী নিকুঞ্জ দেবনাথ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।সেদিনের ঘটনার পর নিকুঞ্জ বাবু ভয়ে বাড়ি ফিরে যায়নি। রাতে অন্য জায়গায় কাটিয়েছেন। এমন অবস্থায় কোনমতেই রাজ্যে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়া সম্ভব নয়। রাজ্যে পরিবর্তনের পর বিজেপি ক্ষমতায় আসার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## জিবির মর্গ থেকে মৃতদেহ আনতে মেটা অঙ্কের টাকা দাবি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।।** জিবি হাসপাতালের মর্গ থেকে মৃতদেহ আনতে গেলে মৃতের পরিবারের লোকজনদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে চলেছে ডোমরা। এ নিয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে চিকিৎসার জন্য রোগীরা আসে। মুমূর্ষ রোগীদের একাংশ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় পতিত রোগী এবং হত্যাকাণ্ড কিংবা আত্মহত্যায় মৃতদের দেখো ময়নাতদন্ত করা হয়। ওইসব মরদেহ পরিবারের লোকজন তা নিয়ে যাওয়ার সময় মর্গে আসলে ডোমরা মৃতের আত্মীয়-পরিজনদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে থাকে। এ ধরনের কার্যকলাপ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। অনেকের পক্ষেই তাদের চাহিদা মতো টাকা মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে গালমন্দ খেতে হয় তাদের। শুক্রবার আগরতলার

মলয় নগরে রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয় বিশ্বজিৎ দেবনাথ নামে এক যুবকের। তার পরিবার খুবই দরিদ্র। মৃতদেহ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## শান্তিরবাজার হাসপাতালে কেন্সার সনাক্তকরণ শিবির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৩ নভেম্বর।।**প্রাথমিক পর্যায়ে কেন্সার সনাক্তকরনে শান্তির বাজার জেলা হাসাপাতলে এক স্বাস্থ্যশিবিরের আয়োজন করাহয়। শনিবার শান্তির বাজার জেলা হাসাপালে বিশেষঞ্জ চিকিৎসকের উপস্থিতিতে কেন্সারের উপর গুরুত্বদিয়ে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করাহয়। স্বাস্থ্যদপ্তর কতৃক আয়োজিত আজকের এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রিজোনাল কেন্সার সেন্টারের এম এস ডঃ গৌতম মজুমদার, কেন্সার বিশেষঞ্জ ডাঃ অরূপ রায় বর্মন, ডাঃ পার্থ সারথী সুত্রধর, শান্তির বাজার জেলা হাসাপাতেলর এম এস ডঃ জে এস রিয়াং, স্ত্রী ও প্রসুতি বিশেষঞ্জ ডঃ অর্পন ভট্টচার্য্য, নাক, কান ও গলার বিশেষঞ্জ ডঃ বিদ্যুৎ চক্রবর্তী এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দরা। আজকের এই স্বাস্থ্য শিবিরে কেন্সারের উপর বিভিন্নবিষয় বক্তব্যরাখেন উপস্থিত চিকৎসকরা। আজকের এই শিবিরে মোট ৮৯ জন রুগি উপস্থিত ছিলো। এদেরমধ্যে ৪২ জন পুরানো কেন্সারে আক্রান্ত রুগি এবং সম্ভবনাময় রুগি ছিলেন ৪৭ জন। এইশিবিরে জড়ায়ু কেন্সারের সনাক্তিকরন হিসাবে ১২ জনের ভি আই পি পরিক্ষা করাহয়। এদেরমধ্যে ৪ জনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন


आज़ादी का अमृत महोत्सव

Government of Tripura

21 January TRIPURA STATEHOOD 1972-2022

**Tribal Welfare Department**

**Government of Tripura**

**Salutes the Legendary Tribal Leader, Freedom Fighter and Folk Hero**

**Bhagwan "BIRSA MUNDA"**
on his Birth Anniversary

**And, rededicates itself for the Development and Empowerment of the Tribal Communities of Tripura for:**



- Strengthening Education through Development of Infrastructure, Special Schools and Scholarship.
- Empowering Tribals through Forest Rights Act-2006
- Supporting livelihoods of tribals through:
  - Minimum Support Price & Value Addition for Minor Forest Produce
  - Procurement & Marketing of Tribal Handicrafts
  - Skill Development and Micro-Finance

**Celebration of Janajatiya Gaurav Divas**

All are invited to attend State Level Celebration Programme in TTAADC Auditorium Khumulwng on 15th of November at 11.00 AM.

ICA/D-1246/2021-22



आज़ादी का अमृत महोत्सव

**রাজ্য ভিত্তিক শিশু দিবস উদ্‌যাপন ২০২১**

১৪ই নভেম্বর, ২০২১ সকাল ১১:৩০
খোয়াই সরকারী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

**রাজ্য ভিত্তিক শিশুদিবস উদ্‌যাপন**-এর অঙ্গ হিসেবে খোয়াই পুর পরিষদ এলাকার নির্বাচিত বিদ্যালয়ের শিশুদের দ্বারা পরিবেশিত হবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই দিবসের প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণও করবে শিশুরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি শিশুকেন্দ্রিক বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হবে। শিশুদের উৎসাহিত করতে এবং অনুষ্ঠানটিকে গৌরবোজ্জ্বল করতে নিম্নলিখিত সরকারী আধিকারিকবৃন্দ উপস্থিত থাকবেন—

**শ্রীমতী স্মিতা মল এম. এস.** আই.এ.এস,
জেলাশাসক ও সমাহর্তা, খোয়াই জেলা।

**শ্রীমতী চাঁদনী চন্দ্রন** আই.এ.এস,
অধিকর্তা, মধ্যশিক্ষা ও বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা।

**শ্রী সমরেন্দ্র নাথ দাস**
জেলা শিক্ষা আধিকারিক, খোয়াই জেলা।

অনুষ্ঠানে অভিভাবক/অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষানুরাগী সকলের সানুরাগ উপস্থিতি কামনা করছি।

চাঁদনী চন্দ্রন
অধিকর্তা
মধ্যশিক্ষা ও বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকার এবং
রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা, সমগ্রশিক্ষা,
ত্রিপুরা



ত্রিপুরা সরকারের কোভিড বিধি মেনে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হবে।

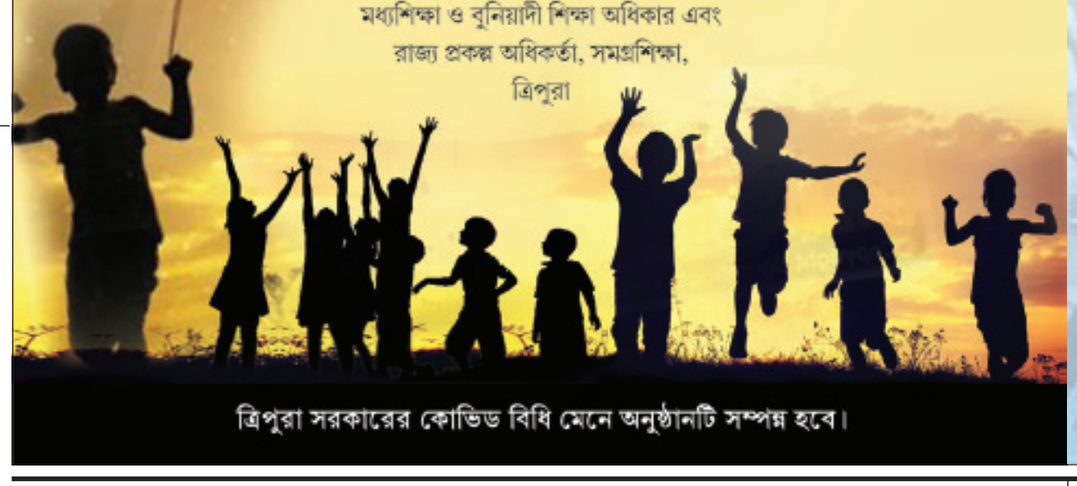



आज़ादी का अमृत महोत्सव

ত্রিপুরা সরকার
**বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর**

**রাজ্যব্যাপী শিক্ষক-অভিভাবক আলোচনা সভা**
**১৪ই নভেম্বর, ২০২১**

প্রিয় অভিভাবক / অভিভাবিকা,

শিশুদের জন্য গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে এবং তাদেরকে সামগ্রিক বিকশিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পিতামাতার ভূমিকা ও অংশগ্রহণ একান্তভাবে অপরিহার্য, এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত।

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ১৪ই নভেম্বর, ২০২১ শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রতিটি প্রাক্-প্রাথমিক থেকে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের সরকারি, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে এবং মাদ্রাসায় (সদর মহকুমার বিদ্যালয়গুলো ব্যাতিত)একটি **মেগা শিক্ষক- অভিভাবক আলোচনা সভা** অনুষ্ঠিত হবে। এই আলোচনা সভার প্রারম্ভিক পর্যায়ে (পূর্বাহ্নে), প্রতিটি শিক্ষার্থীর নূতন দিশায় মূল্যায়ন করা ভাষাগত এবং গাণিতিক মৌলিক দক্ষতার বিষয়ে এক এক করে অভিভাবকদের অবহিত করা হবে এবং বিদ্যালয় পরিচালনার বিষয়ে তাদের কাছ থেকে গঠনমূলক পরামর্শ আহ্বান করা হবে।

**'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব'** উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে ঐ দিন দ্বিতীয়ার্ধে (অপরাহ্নে) আনন্দঘন পরিবেশে অভিভাবক/অভিভাবিকাদের মধ্যে বিভিন্ন আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে ।

আমরা আশাবাদী আপনি / আপনারা এই আলোচনায় ও প্রতিযোগিতায় আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করবেন এবং বিদ্যালয়ের সাথে আপনাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত ও সুদৃঢ় করে শিশুদের এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে মিলে এই দিনটিকে উপভোগ করবেন।

এই ১৪ই নভেম্বর, ২০২১ শিশু দিবসে আমি আপনাদের সকলকে বিদ্যালয়ে আসার জন্য আন্তরিকভাবে আহ্বান জানাচ্ছি।

আসুন, সবার মিলিত প্রচেষ্টায় এই কর্মসূচীকে সফল ও সার্থক করে তুলি।

শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা সহ
চাঁদনী চন্দ্রন
(শ্রীমতী চাঁদনী চন্দ্রন)
অধিকর্তা
মধ্যশিক্ষা ও বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকার
রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা, সমগ্রশিক্ষা, ত্রিপুরা

ICA/D-1243/2021-22